সাম্যবাদ

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (মার্কসবাদী)র মুখপত্র • দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা • ডিসেম্বর ২০১৪ • সাত টাকা

বিপ্লবী দল গড়ার প্রত্যয়ে বাসদ-এর বিশেষ কনভেনশন

দলের পরিবর্তিত নাম বাসদ (মার্কসবাদী)

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

• সাম্যবাদ প্রতিবেদন •

একদিন বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের বুকের দীর্ঘশ্বাসকে কেন্দ্র করে ধর্ম এসেছিল সমাজের পরিবর্তন ঘটাতে। পরিবর্তন কিছু ঘটলেও শোষণ-বঞ্চনার চির অবসান হয়নি। কালের অমোঘ নিয়মে শোষণ-বঞ্চনা নতুন রূপ নিয়েছে। মানুষের দীর্ঘশ্বাসে পৃথিবীর বাতাস আরো ভারি হয়েছে। এরপর এল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-নারীমুক্তির বাণী। আবারো সমাজ টালমাটাল হয়ে উঠল। অনেক উথাল-পাথাল শেষে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দুনিয়ার বুকে কায়েম হয়ে বসল। কিন্তু যতই দিন গড়াতে লাগল, মানুষ দেখতে পেল, বৈষম্য পাহাড় সমান হয়েছে, বঞ্চিত মানুষের দল দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। লুণ্ঠন-নিপীড়ন সীমাহীন হয়েছে। নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাসে পৃথিবীর বাতাস ভারাক্রান্ত।

এই নিপীড়িত শোষিত মানুষের মুখে ভাষা দেবে কে? তাদের মুক্তির পথ কোথায়? ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন মহান কার্ল মার্কস এবং তাঁর সহযোদ্ধা বন্ধু এঙ্গেলস। তাঁরা দেখিয়েছেন, ব্যক্তি-সম্পত্তি ভিত্তিক এই ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করেই সম্ভব শোষণ-বৈষম্য-বঞ্চনাহীন পৃথিবী গড়ে তোলা। তার জন্য চাই শোষিত-নিপীড়িত মানুষের সংঘশক্তি – সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল। মার্কস-এঙ্গেলসের শিক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন মহান লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সেতুঙ এবং শিবদাস ঘোষ। তাঁরা দেখিয়েছেন, বিপ্লবী দল গড়ে তোলার কঠোর কঠিন সংগ্রামের মধ্যেই শোষিত মানুষের মুক্তির পথে প্রথম অত্যাবশ্যক পদক্ষেপ। মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে হাতিয়ার করে বাংলাদেশের বুকে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েই গত ২০ থেকে ২৩ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল বিশেষ কেন্দ্রীয় কনভেনশন।

বাম আন্দোলনে সুবিধাবাদ-ব্যক্তিবাদ ও গণবিচ্ছিন্নতা মোকাবেলা করে নীতিনিষ্ঠ ও লড়াকু বিপ্লবী পার্টির শক্তি বৃদ্ধি করা, সংশোধনবাদ-সংস্কারবাদকে পরাস্ত করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম শক্তিশালী করার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অনুষ্ঠিত হল বাসদ-এর চার দিন ব্যাপী বিশেষ কেন্দ্রীয় কনভেনশন। ২০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় মহানগর নাট্যমঞ্চ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। কনভেনশনে যোগ দিতে ভোর হতেই দেশের বিভিন্ন *(এগারো পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ঢাকা মহানগর নাট্যমঞ্চে বিশেষ কেন্দ্রীয় কনভেনশনের প্রকাশ্য অধিবেশনে উপস্থিত সমাবেশের একাংশ

বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে সংগঠিত না হলে আমরা মুক্তির পথ পাব না

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

কমরেডস, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং বর্তমান বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের ভয়ঙ্কর সংকটগ্রস্ত অবস্থা, অর্থনৈতিক থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক-নৈতিক যে ভয়াবহ সংকট, সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী যে নিপীড়ন-নির্যাতনের মধ্যে সমগ্র বিশ্ববাসী আছে, তার সম্পর্কে এতক্ষণ আমরা শুনলাম। আমি আন্তর্জাতিক এ পরিস্থিতির আলোকে এখন আমাদের দেশকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা, সেগুলি নিয়ে কিছু কথা বলি।

প্রথম কথা হল, আমরা অবিভাজ্য কোনো জাতি নই। আমরা একটি সম্পূর্ণ শ্রেণী-বিভক্ত জাতি। আমাদের দেশ পাকিস্তানিদের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার পরে যাদের নেতৃত্বে বিভিন্ন রকমের সহায়ক শক্তির দ্বারা সাপোর্টেড হয়ে আমাদের দেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল, সেই শ্রেণীই রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল, এমন এক যুগে আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে যখন বুর্জোয়াশ্রেণীর ঐতিহাসিকভাবেই আর কোনো প্রগতিশীল ভূমিকা নেই। কমরেড প্রভাস ঘোষ ইতিহাসের সেই সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে এই পুঁজিবাদী সামাজিক ব্যবস্থারও যে একটা বিরাট ভূমিকা ছিল তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু যখন বিশ্ব পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ এবং সর্বহারা বিপ্লবের যুগে তাদের আর কোনো প্রগতিশীল ভূমিকা নেই সেই রকম সময়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছে বাংলাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণী। বাংলাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণী এই কথাটা যখন আমরা বলি তখন এদেশের বুর্জোয়াশ্রেণী কতখানি শক্তিশালী, কতখানি তার ইনডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার আছে - সেটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

রাজনীতি এবং অর্থনীতি পারস্পরিক সম্পর্কিত – এটাই ঠিক। কিন্তু রাজনীতি প্রায়শই, কমরেড লেনিনের ভাষায়, অর্থনীতিকে সুপারসিড (অতিক্রম) করে। সে কারণে, বুর্জোয়াশ্রেণীর নেতৃত্ব-সংগঠন যা ছিল তার চেয়ে বড় কথা সেই উদ্দেশ্যেই এখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বুর্জোয়াশ্রেণী অধিষ্ঠিত। এবং যখন থেকে এই বুর্জোয়া রাষ্ট্রের পত্তন হয়েছে – বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন এখানে হয়েছে যার সবটাই কিন্তু পুঁজিবাদকে সংহত করার লক্ষ্যে হয়েছে। যারা শাসক হিসাবে এসেছে তাদের মধ্যে কেউ *(দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

শোষণ বিস্তৃত করার লক্ষ্যেই ফ্যাসিবাদী শাসনের আয়োজন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) খুব ভালোভাবে চেষ্টা করেছে, কেউ হয়ত ততখানি ভালোভাবে পারেনি – সেটা তাদের বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা-যোগ্যতার সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্তু শ্রেণী হিসাবে বুর্জোয়াশ্রেণী যেহেতু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সেজন্য পুঁজিবাদকে সংহত করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। ফলে বাংলাদেশের যে কোনো মানুষ, যারা সাধারণভাবে অর্থনীতি বোঝেন তারা বুঝতে পারবেন যে গ্রাম-শহরের কোথাও এখন সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যের বাইরে আর কোনও উৎপাদন সম্পর্ক এদেশে নেই। এবং শ্রম এবং পুঁজির দ্বন্দ্বই এখানকার প্রধান দ্বন্দ্ব।

গোটা দুনিয়া জুড়ে পুঁজিবাদের যে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থা, সে অবস্থার মধ্যে আমাদের দেশে পুঁজিবাদের জন্ম। এবং সেই কারণে কোথাও তার এতটুকু প্রগতিশীল ভূমিকা, এতটুকু দেশপ্রেমিক ভূমিকা, এতটুকু জনগণের পক্ষের ভূমিকা আমরা দেখিনি। কিন্তু যে প্রবল শক্তিতে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলন করেছিলাম, আমাদের দেশে যে ভয়াবহ নৃশংসতম হত্যাকাণ্ড হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা এসেছিল – তার মধ্যে যে প্রবল আবেগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা জড়িয়েছিল – কিন্তু উচ্চ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বোধ আমাদের জনগণের মধ্যে না থাকায় সুযোগ নিয়ে দেশীয় পুঁজিবাদ এইখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং জন্মের পর থেকেই আমরা প্রতিটি সরকারের আমলেই দেশবাসীকে লুণ্ঠন করা, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে তাদেরকে সর্বহারা করা, প্রতিদিন গ্রাম থেকে উচ্ছেদ হয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ শহরের দিকে আসছে – জীবন-জীবিকা তাদের অনিশ্চিত হয়ে গেছে – এই সমস্ত বহু তথ্য আছে যেগুলি দিয়ে আমরা প্রমাণ করতে পারব যে আমাদের এ দেশটা একটা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার মধ্যে চলছে।

আমি এর বিশেষ ঘটনাসমূহের মধ্যে যাচ্ছি না, আমি শুধু বলতে চাইছি যে বাংলাদেশে দুইটি পক্ষ – পুঁজিপতিশ্রেণী আর সর্বহারা। ঘটনাক্রমে ঐতিহ্যের দিক থেকে বাংলাদেশের বুর্জোয়ারা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়ে আছে। এর একটা অংশ হল, যারা একসময় পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল, যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বর্তমানে আমরা সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে যাদের বিচার কামনা করছি, চেয়েছি, সেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আংশিকভাবে হলেও হচ্ছে। সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত জনগণকে যুক্ত করে তাদের যে বিচার হওয়া উচিত ছিল সেগুলি হয়নি। এখন কিছু বিচার হচ্ছে, প্রধান প্রধান কুখ্যাত কিছু লোকের শাস্তি হচ্ছে – যদিও এখনও অনেক কিছু অনিশ্চিত থাকছে, অনেক আপস, গোপন বহু জিনিসের সম্ভাবনা আমাদের দেশের মানুষ আঁচ করে। আরেকটা অংশ হল যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী শাসনের নিয়ম অনুযায়ী এরা সবাই জনবিরোধী শাসনই পরিচালনা করেছে বা করছে। এবং এর মধ্য দিয়ে অল্প দিনের মধ্যেই বাংলাদেশের কোনো সরকারের যে আর জনপ্রিয়তা থাকে না – জনবিরোধী কার্যকলাপ, লুটপাট, সীমাহীন দুর্নীতি – এক আমল আরেকটা আমলকে পরাস্ত করার জন্যে, কনটেস্ট করার জন্যে তারা দুর্নীতির চরমে তুলে দিয়েছে আমাদের দেশকে – এখন আর নীতি-আদর্শ নিয়ে কোনো রকম ব্যবসা-বাণিজ্য করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব না।

এইরকম একটা পরিস্থিতিতে দেশ যেহেতু শ্রেণী বিভক্ত – পক্ষ যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে লুটেরা মালিকগোষ্ঠী আর জনগণ, পুঁজিপতিশ্রেণী আর সর্বহারা। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ ইত্যাদি কথা বলে পুঁজিপতিদের মধ্যে ঐতিহ্যগত যে পার্থক্য আছে – সেই পার্থক্যের সুবিধা নেয়ার উদ্দেশ্য থেকে তারা পক্ষ বিপক্ষ করছে। আসলে তারা ওভারঅল একটা শ্রেণী অর্থে এক পক্ষ। এই যে মৌলবাদী শক্তিগুলো এখনো দেশে বিরাট শক্তি হিসাবে আছে – বিভিন্ন ভাবে আছে তারা – হেফাজতে ইসলামের নামে আছে, জামাতে ইসলামের নামে আছে, বিভিন্ন ইসলামী শক্তির নামে আছে। এখন যদি কালকে – আমরা কোনও ভাবেই এটা কামনা করছি না – তারা যদি দেশের মানুষের সমর্থন নিয়ে – যারা আধুনিক শাসনের কথা বলে তাদের দুর্নীতি, অনৈতিকতা এগুলি দেখিয়ে মধ্যযুগীয় যে চিন্তাভাবনা তারা ধারণ করে – আমাদের ব্যাপক জনগণের মধ্যে তার প্রভাবও আছে – তার সুযোগ নিয়ে যদি এরা কখনো ক্ষমতায় আসে তাহলে ওরা কি করবে? ওরা এসে কি আবার পুরনো সামন্তীয় রাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা অথবা খিলাফৎ প্রতিষ্ঠা করতে পারবে? খিলাফৎ প্রতিষ্ঠা করার একটা কথা মধ্যপ্রাচ্যেও শোনা যাচ্ছে। খিলাফৎ আসলে কিছু না। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ একেকটা মিনেস (উপায় বা যন্ত্র) তৈরি করে, সেগুলিকে দিয়ে একটা সাময়িক কাজ করিয়ে নেয়। তারপর এরা যেহেতু একটা শক্তি হিসাবে কাজ করে, যেহেতু এদের অস্ত্র দেয়, অর্থ দেয়, অস্ত্র দিয়ে বিরোধী শক্তিগুলোকে দমন করে – তখন সেই অস্ত্রধারী শক্তিগুলো আবার নিজেরা একটা ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানবে পরিণত হয়। এরা উল্টো যারা তৈরি করেছিল তাদেরই বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ ধরনের কনট্রাডিকশন পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় থাকবেই। এই মৌলবাদীদের ওরাই তৈরি করেছিল কমিউনিজম মোকাবেলা করার জন্যে। কমিউনিজমের অনেক রকম সংকট তখন হয়েছিল; সমাজতান্ত্রিক দেশের অনেক রকম ভুল-ভ্রান্তি হতে হতে তার পতন হয়েছে – আমরা সেই আলোচনায় যাচ্ছি না – বলছি, কমিউনিজম দমনের জন্যে যে তালেবানেরা তৈরি হয়েছিল, সেই তালেবানেরাই পরবর্তীকালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চলে গেল। এখন মার্কিনীরা তাদেরকে দমন করতে বাধ্য হচ্ছে। এদের ভাবখানা এমন যে একটা গোঁড়া মধ্যযুগীয় নৃশংস সন্ত্রাসী শক্তিকে দমন করছে। তারা তৈরি করেছিল যে কাজের জন্যে সেই কাজই করেছে – কিন্তু যেহেতু অস্ত্র হাতে পেয়েছিল সেহেতু অস্ত্র হাতে খানিকটা স্বতন্ত্র সত্তা হিসাবে থাকতে থাকতে, খানিকটা জনগণের মধ্যে অবমাননা, অপমান সেগুলিকেও খানিকটা কাজে লাগিয়ে, প্রভাব বিস্তার করে তারা একটা শক্তি-ভিত্তি তৈরি করেছে। এইভাবে আপনারা জানেন, আরব দেশে আল কায়েদা, এখন ইসলামিক স্টেট (আইএস) এইসব অর্গানাইজেশন (সংগঠন) যে তৈরি হয়েছে এগুলি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো সবাই সহায়তা দিয়ে এদের তৈরি করেছিল। তাদেরকে দিয়ে যে কাজ করাবে সেটা যখন করা শেষ হল, তখন তেলক্ষেত্রগুলো নিয়ে একটা বিরোধ তৈরি হল। তাদেরকে নিরস্ত্র করতে আর পারছে না, তারাও শক্তি হিসাবে মোকাবেলা করার মতো একটা জায়গায় চলে এসেছে – মোকাবেলা করতে পারুক না পারুক, সাময়িকভাবে একটা চেষ্টা করছে – এবং তাদের নিজস্ব কতগুলো উদ্দেশ্যও তৈরি হয়ে গেছে।

এই যে সাম্রাজ্যবাদীরা এসব করছে তার ফলে কি হয়? সেইখানে মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা, ধর্মীয় কুসংস্কারগ্রস্ত চিন্তাভাবনা, সেইগুলিকে নিয়ে জনগণের মধ্যেই বিবাদ-বিসম্বাদ লাগিয়ে দিল। এখন দেখুন, শিয়া-সুন্নী বিরোধ। সুন্নীরা কিন্তু শিয়াদেরকে মুসলমান নয় এমন মনে করে না। তাদের সঙ্গে মতপার্থক্য আছে – কিছু বক্তব্য, কিছু চিন্তা, কিছু ইনটারপ্রিটেশনে পার্থক্য আছে – কিন্তু এখন তো তারা খুনাখুনি করছে। শিয়া-সুন্নীদের মধ্যে সেখানে চরম শত্রুতা – একজন আরেক জনকে ধ্বংস করার জন্য যা করা দরকার তাই করছে। কিন্তু এ সমস্ত কিছুই আসলে অতীতের পিছিয়ে পড়া চিন্তা, কুসংস্কার, অতীতের সংস্কৃতির প্রভাব যে মানুষের মধ্যে ছিল সেগুলিকে সাম্রাজ্যবাদীরা-পুঁজিবাদীরা কাজে লাগিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে এবং বিভক্ত মানুষকে আজকে ভয়াবহ অবস্থায় নিক্ষেপ করছে। এই মৌলবাদী শক্তিগুলো মধ্যপ্রাচ্যের তেলক্ষেত্রগুলো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য কিছুটা সাময়িক অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। আল কায়েদা, ইসলামিক স্টেট এরা এখনো করছে। ফলে তেলক্ষেত্রগুলোর উপর সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং তার সহযোগিরা মৌলবাদী শক্তিগুলো দমনের নামে বাস্তবে সাধারণ মানুষের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। এই যে সহযোগিরা, এরা আসলে কিছুই নয়। তারা যে কত দুর্বল হয়েছে, দুনিয়ার পরিস্থিতি ভালো করে আলোচনা করার সুযোগ পেলে বলতে পারতাম। ওই ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ভুক্ত দেশগুলো সবাই এখন ধুঁকছে। অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। আর শক্তি হিসাবেও কুঁকড়ে গেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অস্ত্রের জোরে এবং গত বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন জায়গায় কর্তৃত্ব করার যে সুযোগ পেয়েছে সেগুলোর জোরে টিকে আছে। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে এরাও বিপর্যস্ত – দুনিয়ার সবচেয়ে বেশি ঋণগ্রস্ত জাতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ঋণগ্রস্ত কথাটা ব্যক্তিগতভাবেও বুঝতে পারেন যে ব্যক্তিগতভাবে ঋণগ্রস্ত গৃহস্থের কি হয়। পুরো জাতি পুরো রাষ্ট্র ঋণগ্রস্ত হিসাবে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে।

এই ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে যে সংকটগ্রস্ত পুঁজিবাদ এই ব্যাপারে কমরেড প্রভাস ঘোষ নানা দিক থেকে বহু আলোচনা করেছেন। আমি শুধু দেখাচ্ছি, এই যে আল কায়েদা ইত্যাদি এদেরকে দিয়ে ওখানে মানুষে মানুষে বিভেদ লাগিয়ে – বিভেদের উপাদান হয়ত ওখানে মানুষের সংস্কৃতি, মানুষের চিন্তাভাবনার মধ্যে জড়িয়েছিল, সেটাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে ধ্বংস করে দিচ্ছে সমস্ত দেশগুলিকে। এই রকম সময়ে আমাদের দেশে পুঁজিবাদের জন্ম হয়েছে। এই পুঁজিবাদ জন্ম থেকেই আমাদেরকে নিপীড়ন-শোষণ করছে। এই পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে আমরা কিছুতেই রেহাই পাব না।

এখন আমরা একটা ছোট দল। সামান্য কিছু তরুণ যুবককে আমাদের সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছি। ১৯৭২ সালে যখন জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল হল, সে দলের মধ্যেই আমরা কিছু যোগাযোগের মধ্য দিয়ে, তাদের প্রধান নেতাদের মধ্যে যোগাযোগের মধ্য দিয়ে এ সংগ্রামটা আমরা শুরু করি। এক সময় তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, শ্রেণী সংগ্রাম – এসব কথাগুলি বলছিল। তখন আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করি। এই যোগাযোগের মধ্যে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে একটা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলাই ছিল আমাদের লক্ষ্য। বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা ছাড়া যে শুধু বিশাল যুবসমাজ এক জায়গায় জড়ো হলেই, লক্ষ লক্ষ মানুষ জড়ো হয়ে গেলেই বিপ্লব সম্ভব না, সেটা বোঝাবার চেষ্টা, একটা বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার চেষ্টা আমরা করেছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যে ভয়ঙ্কর শক্তি ক্ষমতায় বসল, দেশের সমস্ত সম্পদ লুটপাট করে তাদের পুঁজি সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করল এর ফলে সেই সময় যারা দেশপ্রেমিক এবং স্বাধীন হওয়ার পরে তাদের যে ব্যর্থতা, নিরাশা, হতাশা – এরা সব জড়ো হচ্ছিল যাদের প্রায় সবাই তরুণ। এই যুবশক্তির মধ্যে সর্বহারাশ্রেণীর মতাদর্শ – মার্কসবাদ-লেনিনবাদের যে প্রভাব পড়ে তার মধ্যেই আমার একটা সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলার যে প্রশ্ন, আজকের যুগে যেভাবে সে পার্টি গড়ে উঠবে সেই চিন্তাটা নিয়ে আসি। এখানে তো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের কথা আমাদের জন্মের আগেও ছিল। এ চিন্তা নিয়ে তো এখানে কাজ হয়েছে। কিন্তু কোনো সময়েই এ দেশে, যে পরিস্থিতি আমাদের দেশ অতিক্রম করছে তার যথার্থ বিশ্লেষণ করতে পারল না, শত্রু-মিত্র নির্ধারণ করতে পারল না, শত্রুর বিরুদ্ধে মিত্রদের ঐক্যবদ্ধ করে একটা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে দেশের জনগণকে নিয়ে একটা বড় আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ধারে-কাছেও যেতে পারল না। কেন পারল না? এসব প্রশ্নগুলিকে কেন্দ্র করে মার্কসবাদী চিন্তাভাবনার একটা নতুন দিক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে নিয়ে আসি।

বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলন যখন বাইরের দিক থেকে দেখলে বিরাট শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড়ানো, কোনো রকমের চিড় ধরেনি, এতটুকু মাত্র দুর্বলতা দেখা যায় নি, সেই রকম সময়ে কমরেড ঘোষ আদর্শগত ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে সংকট – যেগুলো কমরেড প্রভাস ঘোষ আলোচনা করলেন – সেগুলি তিনি দেখিয়েছেন। এই শিক্ষাগুলো নিয়েই এদেশে এসেছিলাম। একটা সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল, একটা লেনিনবাদী পার্টি গড়ে তুলতে হলে কমরেড লেনিনের চিন্তাকে আরো সমৃদ্ধ ও যুগোপযোগী করা অত্যন্ত জরুরি। লেনিনের চিন্তা হল ব্যক্তিবাদের যখন এতটুকু সংকটগ্রস্ত চেহারা দেখা দেয়নি, সে সময়ের চিন্তা। আজ ব্যক্তিবাদ যখন চরম সংকটগ্রস্ত, যখন ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণাই একটা প্রিভিলেজে (সুবিধায়) পরিণত হয়েছে, আর কোনও রকমের দেশপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত নয়, আর কোনও রকম ভাবেই মানুষের জন্যে ত্যাগের সঙ্গে যুক্ত নয় – এই রকম একটা চরম সংকটের কালে, যখন ব্যক্তিস্বার্থপরতাই হল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সম্পর্কিত – এই রকমের একটা সময়ে একটা সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী দল গড়ে তোলার জন্যে যে নীতি-নৈতিকতা-মূল্যবোধ লাগে, এবং এই সংকটকে মোকাবেলা করার জন্যে যে আদর্শের মূর্ত রূপ লাগে, সেই শিক্ষা, পথনির্দেশ কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সামনে রেখে গেছেন। আমরা চেষ্টা করেছি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার মাধ্যমে এদেশের যুবকদের, এইসব চিন্তাভাবনা যারা করছিল তাদের নিয়ে কাজ করতে। এই সংগ্রামে যৌক্তিকভাবে অনেক মানুষ আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন। কিন্তু এটাকে অনুশীলন করার যখন প্রশ্ন আসল, নিজের জীবনে ধারণ করার প্রশ্ন আসল, জীবনের সকল ক্ষেত্রকে ব্যাপ্ত করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত কিছুর মধ্যে এই মহান বিপ্লবী সংগ্রামকে ধারণ করার প্রশ্ন আসল – তাতে অনেকেই দাঁড়াতে পারলেন না। আমি কিন্তু তাদের কোনো ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করছি না, তাদের কোনো অমর্যাদা করছি না। আমি বলছি যে একজন সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী হিসাবে গড়ে ওঠবার জন্যে যে নিবিড় সংগ্রাম ব্যক্তিগত জীবনে পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে যৌথতা নির্মাণের জন্যে করতে হয়, সেই কাজটা তারা করতে পারলেন না। এই সমাজে ব্যক্তিস্বার্থপরতার ভিত্তিতেই তো আমরা বড় হই। সেইভাবেই আমরা গড়ে উঠি। আর এই রকমের একটা মানসিক ধাঁচা নিয়ে যখন আমরা গড়ে উঠি, তারই মধ্যে আবার পরবর্তীকালে সমাজের যে ঐতিহাসিক প্রয়োজন, যৌথতার ভিত্তিতে সমাজ পরিচালিত হওয়া উচিত – সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে মানুষগুলো যখন সেভাবে গড়ে ওঠে দরকার – সেই রকমের একটা বিপ্লবী পার্টি, তার সংহতি দরকার। এইসব প্রশ্নগুলো নিয়ে যখন এসেছিলাম, তখন তার একটা বিরাট আকর্ষণ যুবকদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল।

জাসদের অভ্যন্তরে কমিউনিস্ট একটা গ্রুপ গড়ে তোলবার চেষ্টা চলছিল। তাদের লাল ইশতেহার নামক একটা পত্রিকায় কমরেড শিবদাস ঘোষের 'কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই একমাত্র সাম্যবাদী দল' যার মধ্যে তিনি দেখিয়েছিলেন কোন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি আজকের যুগে অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে ইউনিফরমিটি অব থিংকিং (uniformity of thinking), ওয়ান প্রসেস অব থিংকিং (one process of thinking) – একই পদ্ধতিতে চিন্তা করা যা সর্বহারাশ্রেণীর দল গড়ে তোলার জন্যে অত্যাবশ্যক সেটা গড়ে *(দশম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

> বাংলাদেশের যে কোনো মানুষ, যারা সাধারণভাবে অর্থনীতি বোঝেন তারা বুঝতে পারবেন যে গ্রাম-শহরের কোথাও এখন সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যের বাইরে আর কোনও উৎপাদন সম্পর্ক এদেশে নেই। এবং শ্রম এবং পুঁজির দ্বন্দ্বই এখানকার প্রধান দ্বন্দ্ব। ... ... পক্ষ যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে লুটেরা মালিকগোষ্ঠী আর জনগণ, পুঁজিপতিশ্রেণী আর সর্বহারা।

বিদ্যুৎ-গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রতিহত করুন

ঢাকা ও গাইবান্ধায় বাসদ (মার্কসবাদী)-র বিক্ষোভ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) থেকে শুরু হয়ে নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে জাহাজ কোম্পানী মোড়ে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে মিলিত হয়। পলাশ কান্তি নাগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আহসানুল আরেফিন তিতু।

দিনাজপুর : ২ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় বাসদ(মার্কসবাদী) দিনাজপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে সরকারের বিদ্যুৎ ও গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির ঘোষনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল এর আয়োজন করা হয়। দিনাজপুর প্রেসক্লাব থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সিলেট : বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলার শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ ২ ডিসেম্বর বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলটি সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে সিটি পয়েন্টে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়। এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েবের সভাপতিত্বে এবং সংগঠক মুখলেছুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মিছিল পরবর্তী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) সিলেট জেলা শাখার সদস্য রেজাউর রহমান রানা, বাংলাদেশ চা- শ্রমিক কর্মচারী ফেডারেশন সিলেট জেলার আহ্বায় বীরেন সিং, ছাত্র ফ্রন্ট সিলেট নগর শাখার সাধারণ সম্পাদক রুবাইয়াৎ আহমেদ, শাবিপ্রবি শাখার আহ্বায়ক অনীক ধর প্রমুখ।

নবীগঞ্জ : বাসদ (মার্কসবাদী) নবীগঞ্জ উপজেলা শাখার উদ্যোগে ২ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় নবীগঞ্জ কার্যালয়ে এক কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। কর্মীসভায় বাসদ (মার্কসবাদী) নবীগঞ্জ উপজেলার সংগঠক ও সাম্যবাদ পাঠক ফোরামের সমন্বয়ক ডাঃ সুব্রত চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন হবিগঞ্জ জেলা সংগঠক শফিকুল ইসলাম, নবীগঞ্জ উপজেলার নেতা নরেন্দ্র পাল, দিপু দাস, কাঞ্চন চক্রবর্তী, তমাল ভট্টাচার্য, অসিত দাশ প্রমুখ। সভায় বক্তাগণ পুজিপতিদের স্বার্থে গ্যাস ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির সরকারী চক্রান্ত বন্ধ করার আহ্বান জানান। সভার শুরুতে বাসদ নবীগঞ্জ উপজেলার সাবেক সমন্বয়ক মহসিন আলীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর সংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়।

বগুড়া : ২ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় বাসদ (মার্কসবাদী) বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে গ্যাস-বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে স্থানীয় সাতমাথায় বাসদ (মার্কসবাদী) বগুড়া জেলা শাখার সমন্বয়ক সামছুল আলম দুলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রঞ্জন দে, আমিনুল ইসলাম, শীতল সাহা।

গাইবান্ধা : গ্যাস এবং বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির গণবিরোধী সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাসদ (মার্কসবাদী) গাইবান্ধা জেলা শাখা। ২ ডিসেম্বর বিকেলে মিছিল পূর্ব এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা বাসদ আহ্বায়ক আহসানুল হাবিব সাঈদ, সদস্য সচিব মনজুর আলম মিঠু, কাজী আবু রাহেন শফিউল-হ খোকন, নিলুফার ইয়াসমিন শিল্পী।

এ সময় নেতৃবৃন্দরা গাইবান্ধা জেলার সর্বত্রে যাত্রার নামে অশ-ীল নৃত্য, মাদক-জুয়া বন্ধে কার্যকর প্রশাসনিক উদ্যোগেরও দাবি জানান। তারা ফুলবাড়ী থেকে প্রতারক এশিয়া এনার্জিকে প্রত্যাহার করাসহ উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের অপচেষ্টা বন্ধ করার জোর দাবি জানান।

গাজীপুর : ৫ ডিসেম্বর বিকেলে গাজীপুর চান্দনা চৌরাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা সমন্বয়ক তরুণ কান্তি বর্মণ, মসিউর রহমান খোকন, নাইস পারভীন।

ময়মনসিংহ : ২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে রেলস্টেশন চত্বরে সমাবেশে মিলিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা সমন্বয়ক শেখর রায়, অজিত দাস।

নোয়াখালী : গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির পাঁয়তারার প্রতিবাদে বাসদ (মার্কসবাদী) মানববন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে। ২ ডিসেম্বর সকালে জেলা শহরের মাইজদীর টাউন হল মোড়ে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচিতে জেলা আহ্বায়ক অধ্যাপক মতিনউদ্দীন আহমদের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন তেল-গ্যাস, বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির নোয়াখালী জেলা আহ্বায়ক আ ন ম জাহের উদ্দীন, জেলার সদস্য সচিব দলিলুর রহমান দুলাল, সদস্য মুক্তিযোদ্ধা তারকেশ্বর দেবনাথ নান্টু, বিটুল তালুকদার ও মোবারক হোসেন। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

চাঁদপুর : বাসদ (মার্কসবাদী) চাঁদপুর শহর শাখার উদ্যোগে গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয। ২ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় জেলার শপথ চত্বরে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা শাখার সদস্য আজিজুর রহমান, জিএম বাদশাহ, বিধু ভূষন নাথ, সাদ্দাম হোসেন। পরে একটি মিছিল নতুন বাজার মোড়ে এসে শেষ হয়।

ঢাকা : পুনরায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও গ্যাসের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ানোর সরকারি পরিকল্পনা বাতিলের দাবিতে ৫ ডিসেম্বর বিকাল ৪টায় মিরপুর ১২ নম্বর থেকে মিছিল শুরু হয়ে পল্লবী, মিরপুর-১১ ঘুরে পূরবী সিনেমা হলের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পথসভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড সাইফুজ্জামান সাকন, কল্যাণ দত্ত।

এছাড়া ঢাকার সূত্রাপুর, লালবাগ ও মোহাম্মদপুরে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষীদের আন্দোলনের বিজয়

ঠাকুরগাঁয়ে ভেজাল আলুবীজ নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষীরা আন্দোলন চালিয়ে বিজয় অর্জন করেছে। আন্দোলনের মুখে বীজ কোম্পানি সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়েছে।

চলতি মৌসুমে কেমিস্ট এগ্রো ক্রপ কেয়ার লি. নামের একটি কোম্পানি থেকে বীজ কিনে প্রায় ২০ একর জমিতে চাষীরা আলুচাষ করে। কিন্তু বীজগুলো ভাইরাস আক্রান্ত থাকায় ৯৫ ভাগ চারা মরে যায়। আলুচাষী রাধারাম সুগারমিলের ৩ একর জমি লিজ নিয়ে স্থানীয় একটি এনজিও-র কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে আলুচাষ করেছিল। বিধবা লক্ষীরানী তার সমস্ত সঞ্চয় প্রায় ৮০ হাজার টাকা খরচ করে আলুচাষ করেছিল ৩ একর জমিতে। এমনিভাবে সমস্ত আলুচাষী দেউলিয়া হয়ে যাবার উপক্রম হয়। বীজ কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রথমে বলা হয়, চাষীরা যেহেতু অর্ধেক দাম পরিশোধ করে বীজ নিয়েছে, তাই তাদের আর বাকি দাম দিতে হবে না। কিন্তু চাষীরা এ প্রস্তাবে রাজি না হয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়। তারা ফসলের দামের সমান ক্ষতিপূরণ দাবি করে। ক্ষতিপূরণের দাবিতে আলুচাষীরা গত ১০ ডিসেম্বর শহরে মানববন্ধন করে। আলুচাষীদের প্রতিবাদের মুখে স্থানীয় উপ-কৃষি কর্মকর্তা মাঠ পরিদর্শন করেন। এরপর বিএডিসির বিডি চাষীদের সাথে দেখা করে তাদের ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেয়ার আশ্বাস দেন।

রোকেয়া দিবস পালিত

(শেষ পৃষ্ঠার পর) সাধারণ সম্পাদক মর্জিনা খাতুন। রোকেয়ার ভাস্কর্য চত্বরে নারীমুক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে রোকেয়ার উদ্ধৃতি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ৯ ডিসেম্বর সকাল ৮টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে অবস্থিত বেগম রোকেয়ার ভাস্কর্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়।

সিলেট : নারী মুক্তি কেন্দ্র সিলেট জেলা শাখার উদ্যোগে সংগঠনের কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা আহবায়ক ডা. ফাতেমা ইয়াছমিন ইমা এবং পরিচালনা করেন তামান্না আহমদ। বক্তব্য রাখেন এড. হুমায়ুন রশীদ সোয়েব, সুশান্ত সিন্হা সুমন, রুবাইয়াৎ আহমদ, মিতা সিং, আজিরুন বেগম, শেলী দাস প্রমুখ।

বগুড়া : বগুড়া জেলা শাখার উদ্যোগে সকাল ১১টায় র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়। র‌্যালি শেষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। নুরজাহান রেখার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সভাপতি সীমা দত্ত।

গাইবান্ধা : জেলা শাখার উদ্যোগে বিকাল ৩টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী) গাইবান্ধা জেলার সদস্য সচিব মনজুর আলম মিঠু।

চট্টগ্রাম : নারীমুক্তি কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলা শাখার উদ্যোগে ৯ ডিসেম্বর বিকেল ৪টায় র‌্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় নিউ মার্কেট চত্বরে। সংগঠনের সভাপতি পপি চাকমার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক ছিলেন বাসদ (মার্কসবাদী)-র চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সদস্য সচিব অপু দাশগুপ্ত। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন মনিদীপা ভট্টাচার্য।

রংপুর : নারীমুক্তি কেন্দ্র রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সাম্যবাদ কার্যালয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের রংপুর জেলার সদস্য আলো বেগমের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী) রংপুর জেলা কমিটির সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন বাবলু, পলাশ কান্তি নাগ, নারীমুক্তি কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সদস্য ইয়াসমিন হক, রোকনুজ্জামান রোকন, কামরুন্নাহার খানম শিখা।

কারমাইকেল কলেজ : ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার উদ্যোগে রোকেয়া দিবস উপলক্ষে কারমাইকেলে ২ দিন ব্যাপি কর্মসূচি পালন করা হয়। ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া ম্যুরালে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও ১০ ডিসেম্বর কুইজ-রচনা প্রতিযোগিতার পুরুস্কার বিতরণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুইদিন ব্যাপি কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক গোলাম মওলা খান।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় : চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে সকাল ৯টায় ব্যাজ ধারণ, সকাল ১১টায় রোকেয়ার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, মুক্তিযুদ্ধ স্মারক ভাস্কর্য চত্বরে কোটেশন প্রর্দশনী ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। চারণ সংগঠক তিথি চক্রবর্তীর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন বাসদ (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড মানস নন্দী, চারণ সংগঠক সমিত ভৌমিক।

ইডেন কলেজ : ছাত্র ফ্রন্ট ইডেন কলেজ শাখার উদ্যোগে সকাল ১১টায় কলেজ ক্যাম্পাসে বেগম রোকেয়ার প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ এবং প্রবন্ধ রচনা ও সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া রোকেয়ার উপর দেয়ালিকা প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা সুস্মিতা রায় সুপ্তি, ইডেন কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক তৌফিকা দেওয়ান লিজা, সায়মা আফরোজ, লুবাইনা আক্তার আন্নি, তামান্না হীরা।

বাসদ (মার্কসবাদী)র চৌগাছা থানা কমিটি গঠিত

বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ-(মার্কসবাদী) চৌগাছা থানার এক কর্মী সভা ৭ ডিসেম্বর মশিউরনগর বাজারে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড হারুন-অর-রশিদ। সভায় আলোচনা করেন বাসদ যশোর জেলার সমন্বয়ক কমরেড হাসিনুর রহমান, প্রবির মিত্র, ছাত্র নেতা ইমরান খান। সভায় কমরেড হারুন-অর রশিদকে সমন্বয়ক করে ৮ সদস্যবিশিষ্ট পাঠচক্র কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যরা হলেন প্রবির মিত্র, সহিদুর রহমান, মো: আজিজুর রহমান, মশিয়ার রহমান, আবদুল-হ, ইমরান হোসেন, গোলাম হোসেন ও রবিউল ইসলাম।

প্রশ্নপত্র ফাঁস

(শেষ পৃষ্ঠার পর) দাস এবং সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি রহিমা আক্তার কলি।

রংপুর : প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে ছাত্র ফ্রন্ট রংপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে ৪ ডিসেম্বর বেলা ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। সমাবেশে ছাত্র ফ্রন্ট জেলা কমিটির সভাপতি আহসানুল আরেফিন তিতুর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ-সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকন, ছাত্র ফ্রন্ট কারমাইকেল কলেজ শাখার সভাপতি আবু রায়হান বকসী, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আহবায়ক মনোয়ার হোসেন।

এছাড়া নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, বগুড়া-সহ বিভিন্ন জেলায় কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

পুঁজিবাদ মানবজীবনে সর্বাত্মক সংকট সৃষ্টি করেছে

কমরেড প্রভাস ঘোষ

কমরেড প্রেসিডেন্ট মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, উপস্থিত বামপন্থী দলগুলোর বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ, কমরেডস ও বন্ধুগণ, আমি মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় প্রতিষ্ঠিত ভারতের স্যোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার (কমিউনিস্ট) এর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আমার বিপ্লবী অভিনন্দন জানাই। আপনারা এমন একটা সময়ে এই বিশেষ কনভেনশন করছেন যখন সমগ্র বিশ্বের মানব জাতি এক ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন। ইতিহাসে এর আগে কখনো এরকম সংকট এসেছে কি না আমার জানা নেই। এই সংকট অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক নৈতিক সর্বক্ষেত্রব্যাপী।

মার্কস পুঁজিবাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে তার সংকটের কারণ উদ্ঘাটন করেছেন

গোটা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদী শাসন চলছে। এই পুঁজিবাদের অভ্যুদয় ঘটেছিল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে, সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে, তখন শিল্প বিপ্লবের ঝান্ডা বহন করে ব্যাপক শিল্পায়ন, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, সাহিত্য-সংস্কৃতির অগ্রগতি, মানবতাবাদ-গণতন্ত্রের শ্লোগান, সাম্য-মৈত্রীর আহ্বান, স্বাধীনতার আহ্বান এইসব ঘোষণা নিয়ে পুঁজিবাদ মানবজাতির সামনে উপস্থিত হয়েছিল। সেই সময় যারা ফরাসি বিপ্লব, ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব, জার্মানির পেজেন্টস মুভমেন্ট, যার মধ্য দিয়ে সভ্যতার জয়যাত্রা শুরু, যারা প্রাণ দিয়ে লড়াই করেছিলেন, তারা কেউই দুঃস্বপ্নে ভাবেন নাই এই পুঁজিবাদ আজকে মানবসভ্যতাকে কী ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন করবে। সে সময়ে মহান মার্কস পুঁজিবাদের সংকট দেখে যান নাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে হাতিয়ার করে তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন, এই পুঁজিবাদও ভয়াবহ সংকট সৃষ্টি করবে। কারণ পুঁজিবাদের নিয়ম, পুঁজির ইনভেস্টমেন্ট (বিনিয়োগ) মুনাফার জন্য, আর মুনাফা অর্জন করতে হলে শ্রমিককে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেই মুনাফা অর্জন করতে হবে। অংকশাস্ত্র দিয়ে সেই সময় মার্কস এটা দেখিয়েছিলেন। সারপ্লাস লেবার দ্বারাই সারপ্লাস ভ্যালু (উদ্বৃত্ত শ্রম থেকেই উদ্বৃত্ত মূল্য), যেখান থেকে পুঁজিপতিরা মুনাফা অর্জন করে, আর এখান থেকে পুঁজিবাদের বাজার সংকট আসবে — একথা তিনি বলেছিলেন এবং বলেছিলেন, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি মানবজীবনের সর্বক্ষেত্রেই সর্বাত্মক সংকট সৃষ্টি করবে।

বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে স্থায়ী মন্দা চলছে

আজ গোটা বিশ্বের দিকে যদি আমরা তাকিয়ে দেখি, ইউএনও-র হিসাব ৩৫০ কোটি মানুষের হাতে যা সম্পদ, মাত্র ৮৫ জন ব্যক্তি সেই সম্পদ ভোগ করছে। একদিকে ৩৫০ কোটি লোক, আরেকদিকে ৮৫ জন ব্যক্তি — এই হচ্ছে বিশ্বের অবস্থা। বিশ্বের ১২০ কোটি লোক দৈনিক রোজগার করে ১.২৫ ডলার। ২২০ কোটি লোক দৈনিক রোজগার করে ২.৫০ ডলার — এই হচ্ছে তাদের রোজগার, তাদেরই হিসাব। প্রায় ৪০০ কোটি লোক গোটা বিশ্বে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একসময় বিশ্বের পুঁজিবাদী অর্থনীতির লোকোমোটিভ ইঞ্জিন বলে পরিচিত, আজ সে প্রশান্ত মহাসাগরে নিমজ্জিত প্রায়, ত্রাহি ত্রাহি রব, মন্দার পর মন্দার আক্রমণে মার্কিন অর্থনীতি বিপর্যস্ত। মার্কিন দেশে আড়াই কোটি লোক বেকার, ৩০ লক্ষ ৫০ হাজার লোক গৃহহীন, রাস্তায় কাটায়, পার্কে কাটায়, ব্রিজের তলায় কাটায়, চরম দারিদ্র্য মার্কিন দেশের, মার্কিন অর্থনীতি দেউলিয়া, যে ছিল সবচেয়ে বেশি ঋণদাতা, সে হচ্ছে এখন সবচেয়ে বেশি ঋণী। গোটা ইউরোপের ইঞ্জিন বলে পরিচিত জার্মানি সেও চরম সংকটে নিমজ্জিত। ইউরোপেও মন্দার ছায়া। পরশুদিন কাগজে দেখলাম জাপানও মন্দা কবলিত। প্রায় স্থায়ী মন্দা গোটা বিশ্বব্যাপী এখন চলছে। সমস্ত জায়গায় ছাঁটাই, কলকারখানা বন্ধ; শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবি কোথাও তুলতে পারছে না, বরঞ্চ মজুরি কমিয়ে দিচ্ছে। কোনও দাবি তুললে ছাঁটাই করবে এই ভয় আমেরিকা-ইউরোপে। এবং সেখানে স্থায়ী চাকরি নেই, বেতন কমিয়ে দিচ্ছে। সেসব দেশে রাষ্ট্র ঋণগ্রস্ত, যাকে বলে সভ্রেইন ডেব্‌ট, রাষ্ট্র নিজে ঋণী। গোটা ইউরোপ-আমেরিকা-জাপান সমস্ত জায়গায় রাষ্ট্র ঋণগ্রস্ত। এই টাকা দিয়ে স্টিমুলেশন দিচ্ছে পুঁজিপতিদের। যেটাকে আমাদের ভাষায় আমরা বলি পুঁজিবাদ আজ ইনটেনসিভ কেয়ার রুমের ভেন্টিলেশনে আছে। রোগীকে ভেন্টিলেশনে দিতে হয়, বিশ্বপুঁজিবাদ আজ ভেন্টিলেশনে আছে – এই হচ্ছে তার অবস্থা। বাজার অর্থনীতির বাজার নেই। কোথায় বাজার পাবে, খদ্দের চাই তো, যেখানে কোটি কোটি বেকার এবং যারা কাজ করছে তাদের মজুরি অত্যন্ত কম, টাকার দাম পড়ে যাচ্ছে। ফলে কেনবার ক্ষমতা নাই। ফলে বাজার অর্থনীতিই বাজারকে ধ্বংস করছে। এ হচ্ছে অনেকটা যেমন সুন্দরবনের বাঘ হরিণ খায়, হরিণের গর্ভে বাচ্চা আছে তাকেও খেয়ে ফেলে, ভবিষ্যতে আরও হরিণ জন্ম নেয় না। এক ধরনের তৃণভোজী যেমন ঘাস খেতে খেতে ঘাসের শেকড় খেয়ে ফেলে, নতুন ঘাস জন্মায় না, পুঁজিবাদ এভাবে নিজের বাজারকে নিজেই ধ্বংস করছে। এর হাত থেকে পুঁজিবাদের যেন আর নিস্তার নেই।

ভারতে 'উন্নয়ন' হয়েছে কোটিপতিদের, শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণের নয়

আমি যে দেশের প্রতিনিধি হিসাবে এসেছি সেই ভারতবর্ষের প্রেসিডেন্ট কিছুদিন আগে বলেছে, ১২১ কোটির দেশ, ৬৬ কোটি সেখানে আনএমপ্লয়েড। ১২১ কোটির মধ্যে ৬৬ কোটি বেকার, আপনারা ভাবুন। আর আমাদের হিসাব হচ্ছে ৬৬ না, ৮০ কোটি বেকার ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষে এখন ৮১ পার্সেন্ট লোকের দৈনিক রোজগার ২০ টাকা। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের চেহারা। ভারতবর্ষে ইউনেস্কোর হিসাব প্রতিবছর ২৫ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায়। দেড় লক্ষ লোক আত্মহত্যা করে। তার মধ্যে কৃষকের সংখ্যা বেশি। ভারতবর্ষে এই হচ্ছে অগ্রগতির চিত্র। প্রায়ই উন্নয়ন উন্নয়ন বলে ভারতবর্ষের নেতারা বলে, এই হচ্ছে ভারতবর্ষের উন্নয়ন। শিশুমৃত্যুতে ভারতবর্ষ শীর্ষস্থানে। মায়েরা সন্তান জন্মের সময় ভারতবর্ষে মারা যায় সবচেয়ে বেশি। পৃথিবীর ক্ষুধার্ত মানুষের মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ ভারতবর্ষে। ভারতবর্ষ নারী পাচারে শীর্ষস্থানে। ভারতবর্ষ কালোবাজারিতে শীর্ষস্থানে, বিশ্বে যত কালো টাকার কারবার সেইক্ষেত্রেও শীর্ষস্থানে। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের পুঁজিবাদের অগ্রগতি! আবার ভারতবর্ষের আরেকটা চিত্র আছে। বিশ্বের কোটিপতি সবচেয়ে যে দেশে বেশি, এক নম্বর দুই নম্বর করতে করতে ভারতবর্ষ এখন ষষ্ঠ স্থানে। মানে কোটিপতির সংখ্যায় ভারতবর্ষ এখন ষষ্ঠস্থান অধিকার করেছে। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের অবস্থা। ভারতবর্ষের পার্লামেন্টের ৮০ ভাগ সদস্য কোটি টাকার মালিক। বিলিওনিয়ার্স এন্ড মিলিওনিয়ার্স এরা হচ্ছে পার্লামেন্টের সদস্য। তাহলে এরা কার রিপ্রেজেন্টেটিভ (প্রতিনিধি) আপনারা অনুমান করতে পারেন। ক্ষুধার্ত শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত জনগণের নয়। ভারতবর্ষের এই চেহারা।

ভারত একটি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র

ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরা গতবছরেই ৩২ হাজার ২৪৬ লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে ইনভেস্ট করেছে। ভারতবর্ষ শুধু পুঁজিবাদী না, ভারত একটা সাম্রাজ্যবাদী দেশ। আমাদের মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ দেখিয়ে গেছেন ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরা বহুদিন আগেই, পাঁচের দশকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং এটার শক্তি ক্রমশ বাড়ছে। ভারতবর্ষে একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠী, মাল্টিন্যাশনালের জন্ম হয়েছে। ভারতবর্ষের পুঁজিপতিরা অন্যদেশের মাল্টিন্যাশনালের সাথে হাত মিলিয়ে বিশ্বকে লুণ্ঠন করার ক্ষেত্রে ভূমিকা নিচ্ছে। বর্তমানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সাথে ভারতের দোস্তি খুবই প্রবল। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইসরায়েল একটা শক্তি হিসাবে দাঁড়াচ্ছে। এক সময় পাকিস্থান ছিল আমেরিকার মিত্র। এখন পাকিস্তানকে পিছনে ফেলে ভারতের হাত ধরেছে আমেরিকা। এবং ভারতবর্ষের পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে, আরব দুনিয়াকে লুণ্ঠনের ক্ষেত্রেও ভারত আমেরিকার সহযোগী ভূমিকা নিচ্ছে। এই হচ্ছে ভারতবর্ষের চেহারা। একদিকে ভারত রাষ্ট্রের দেশি-বিদেশী ঋণ প্রায় ৭৪ লক্ষ কোটি টাকা। সেই ভারতীয় রাষ্ট্রই আবার ভারতীয় পুঁজিপতিদের ৩৬ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স মওকুফ করে দিয়েছে। ট্যাক্স তো কমাচ্ছে যাতে পুঁজিবাদ আরও শক্তিশালী হয়। এরকম একটা আক্রমণের সম্মুখীন ভারতীয় জনগণ। ফলে বিশ্বে দারিদ্র্য বাড়বে, বেকারত্ব বাড়বেই, ছাঁটাই বাড়বেই, পার্মানেন্সি বলে কোনো নতুন ওয়ার্কার কোথাও হচ্ছে না, সব টেম্পোরারি। এবং দুনিয়াভর এখন কন্ট্রাক্ট সিস্টেম, চুক্তিভিত্তিক কাজ। ভারতবর্ষ এখন লেবার রিফর্ম করতে যাচ্ছে। চুক্তি ভিত্তিকও নয়, সমস্ত শ্রমিক এপ্রেনটিস (প্রশিক্ষণার্থী) হিসাবে নেবে, আরও কম মজুরিতে। এবং আট ঘণ্টা শ্রমদিবসও আর থাকছে না। যত ইচ্ছা খাটিয়ে নাও, শ্রমিকরা কোনো প্রতিবাদ করতে পারবে না। ভয়ঙ্কর আক্রমণ গোটা বিশ্বে, ভারতবর্ষে। শ্রমজীবী মানুষ সমস্ত জায়গায় এরকম একটা আক্রমণের সামনে পড়েছে। পুঁজিপতিরা ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভেস্ট করতে পারছে না। সে টাকা ঢালছে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসায়, চিকিৎসা নিয়ে ব্যবসায়, গৃহনির্মাণ নিয়ে ব্যবসায় – এইসব নানান জায়গায়। সুদের কারবার করছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলছে, ৭৫ লক্ষ ডলারের একটা শ্যাডো ব্যাংকিং ওয়ার্ল্ড চলছে ভারতবর্ষে। মানে পুঁজিপতিরা কারখানা না করতে পেরে এখন সুদের কারবার করছে। বহুদিন আগে এটা লেনিন দেখিয়ে গেছেন। এরকম একটা অবস্থা সেদেশে।

পুঁজিবাদ গণতন্ত্রের ঝান্ডাকে পদদলিত করছে

অন্যদিকে গণতন্ত্র কথাটা কথায় আছে – 'বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল' গণতন্ত্রের বিঘোষিত কথা। কিন্তু পিপল কোথায়? সমস্ত জায়গায় বাই দ্য ক্যাপিটালিস্ট, ফর দ্য ক্যাপিটালিস্ট, অফ দ্য ক্যাপিটালিস্ট। পিপল বলে কিছু নাই। মানি পাওয়ার সবকিছু কন্ট্রোল করে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসেসই ইলেকশানকে ম্যানিপুলেট করে, তাদের মানি পাওয়ার, মাসল পাওয়ার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার, মিডিয়া পাওয়ার দিয়ে। ইলেকশানের নামেই এই জিনিস হচ্ছে। ফলে গণতন্ত্র বলে কোথাও কিছু নাই। বরঞ্চ ফ্যাসিবাদ নানানরূপে নানানভাবে বিশ্বের সমস্ত জায়গায় আক্রমণ করছে। এই ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্য বহুদিন আগেই কমরেড শিবদাস ঘোষ (ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পুঁজিবাদের দুঃশাসন থেকে মানুষ পরিত্রাণ চাইছে

কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী

একটা বিশেষ প্রয়োজন থেকেই, বিশেষ পরিস্থিতিতে পার্টি পরিচালনা করার যে প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন থেকেই আমরা এ কনভেনশনে মিলিত হয়েছি। সেই ইতিহাস আপনারা জানেন। জাসদের অভ্যন্তরে মতাদর্শগত বিতর্কের এক পর্যায়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে ১৯৮০ সালে আমাদের পার্টি গড়ে উঠেছিল। গত আগস্ট ২০১২ থেকে একটা বিতর্ক শুরু হল। দলের একদল নেতা বলতে চাইলেন, আমরা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে উঠিনি। তারা বলতে চাইলেন, মার্কসবাদী জ্ঞানভাণ্ডারে কমরেড শিবদাস ঘোষের কোনো মৌলিক অবদান নেই, বিপ-বী দল গড়ে তোলার নীতিগত-পদ্ধতিগত সংগ্রাম এবং বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের সংকটগুলোকে বিচার করার যে শিক্ষা কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের সামনে রেখে গেছেন সেগুলো মৌলিক কোনো শিক্ষা নয়। দলের কমরেডদের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল যে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার যারা বিরোধিতা করছে তারা আসলে কমিউনিস্ট আদর্শ থেকে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকেই সরে দাঁড়াতে চাইছে। সেজন্য কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষা নিয়ে কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর নেতৃত্বে দলের নেতাদের একাংশের এই আদর্শগত বিচ্যুতির বিরুদ্ধে, শোধনবাদী-সংস্কারবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে আমাদের কমরেডরা তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে নতুনভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। এমনকি দলের দূরবর্তী কমরেডরা, নানা কারণে যারা দলের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকতে পারেন নি, তারাও সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছেন এই সংগ্রামে। তারই পরিণতি হচ্ছে আজকের কনভেনশন। সংগ্রামী বন্ধুগণ, বিশাল গ্রামাঞ্চল নিয়ে হচ্ছে আমাদের দেশ। আর গ্রামের ৭৫ শতাংশ মানুষ কোনো না কোনো ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাদের জীবনের কি অবস্থা? দেশের সাড়ে ৫ কোটি শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে তিন কোটি পৌণে তিন কোটি মানুষ গ্রামীণ শ্রমজীবী মানুষ। ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১৩০/১৩৫ দিন তাদের কাজ থাকে। বাকি ২৩০ দিন তাদের কাজ থাকে না। স্বাধীনতার পর থেকে গত ৪০ বছরে একে একে টেক্সটাইল, জুট ইত্যাদি সব পুরনো শ্রম-নির্ভর দেশীয় কাঁচামাল-নির্ভর শিল্পগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। হাজার হাজার লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছে। আর অন্যদিকে শিল্প বলতে কেবল গড়ে উঠেছে অনিশ্চিত বিদেশি বাজার ও কাঁচামাল-নির্ভর সস্তা শ্রম-শোষণের গার্মেন্টস কারখানা।

গার্মেন্টসগুলোতে বাস্তবে চলছে মজুরি দাসত্ব। গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেঁচে থাকার মতো মজুরিটুকুও দেয়া হয় না। সামান্য মজুরি, সেটাও ঠিক মতো দেয়া হয় না। অথচ প্রতিদিন ঘর ভাড়া বাড়ছে, চালের দাম বাড়ছে, তেলের দাম বাড়ছে। বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হচ্ছে, গ্যাসের দাম বাড়ানো হচ্ছে। কেরোসিনের দাম বাড়ানো হচ্ছে। শ্রমিক পাওনা মজুরি চাইলে মালিকের ভাড়াটিয়া গুন্ডাবাহিনী এসে হামলা করছে, পুলিশ এসে হামলা করছে। এখন আরো একটা গুন্ডাবাহিনী বানানো হয়েছে, নাম দেয়া হয়েছে শিল্প-পুলিশ। এই শ্রমিকদের পুড়িয়ে মারা হচ্ছে, ভবন ধসে মরছে – তার বিচার হয় না, দায়ী মালিকদের শাস্তি হয় না।

কৃষিজীবী, চাষীদের কি অবস্থা? সারের দাম, কীটনাশকের দাম, ডিজেলের দাম প্রতি বছর দু'দফা-তিনদফা করে বাড়ছে। বাংলাদেশে শত শত বছর ধরে চাষীরা, চাষী বউরা যে বীজ সংরক্ষণ করেছে, এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ব্যবহার করেছে – এখন আর সে বীজ আমরা ব্যবহার করতে পারব না। চাষীদের হাত থেকে বীজ (পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)

দুঃশাসন থেকে মানুষ পরিত্রাণ চাইছে

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এখন মনসান্টো ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানি বীজ-ব্যবসায় নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করছে। ওদের বীজ ব্যবহার করলে ওদের সার, ওদের কীটনাশক ব্যবহার করতে হবে। তা না করলে ফলন হবে না। আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি, এক কেজি ধানের দাম ১ টাকা হলে এক কেজি বীজ ধানের দাম হতো দেড় টাকা। এখন এক কেজি ধানের দাম যখন ২৫ টাকা বিক্রি করছে তখন সে এক কেজি বীজ ৩০০/৪০০ টাকায় কিনছে। সবজির বীজের দাম হাজার টাকা। কেন এত দাম তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। এই সব কারণে চাষীর উৎপাদন খরচ দিন দিন বাড়ছে। অথচ সে ফসলের দাম পায় না।

উৎপাদন খরচ যোগাড় করতে গিয়ে চাষী ঋণ নিচ্ছে। ব্যাংকে ঋণ নেই, মহাজনদের কাছ থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে। গ্রামে চাষীদের লুট করে একদল গ্রামীণ ধনিকশ্রেণী গড়ে উঠেছে। একটা সুদজীবী চক্র গড়ে উঠেছে। এক মাসে ১০০ টাকার সুদ ২০ টাকা। হিসাব করুন এক বছরে ১০০ টাকার সুদ কত হয়। চাষী এভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে, জমি হারাচ্ছে, ভিটাবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে। গ্রাম থেকে উদ্বাস্তুর দল শহরে এসে ভিড় জমাচ্ছে।

গ্রাম থেকে শহরে এসে এই গরিব মানুষ কোনো কাজ পায় না। সে রিকশা চালায়, ভিক্ষা করে, ফুটপাতে দোকানদারি করে, হকারি করে। সেখানেও সে মাস্তান-পুলিশের হামলার শিকার হয়। সে চুরি করে, মাস্তানদের চ্যালা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর একদল মেয়ে সামান্য টাকা রোজগারের জন্যে মানুষরূপী পশুদের উদগ্র লালসার শিকার হয়, দেহ বিক্রি করে। এই তো হচ্ছে আমাদের দেশ।

এ অবস্থা থেকে আমরা সকলে পরিত্রাণ চাইছি। গ্রাম-শহরের গরিব মানুষ, পাহাড়-সমতলের নিপীড়িত-শোষিত জনগোষ্ঠী, নারী-পুরুষ সবাই মিলে গণআন্দোলন গড়ে তুলেই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে। সে জন্য বামপন্থী বন্ধুদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছি, আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে সর্বনিম্ন কর্মসূচি, সর্বোচ্চ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে গণআন্দোলন গড়ে তুলি। এ কনভেনশন থেকে আমরা ধীরে ধীরে সে দিকে এগিয়ে যাব। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। দুনিয়ার মজদুর এক হও!

প্রতিনিধি অধিবেশনের উদ্বোধনী পর্বে দলীয় পতাকা ও শুভেচ্ছা স্মারক বিনিময়

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় টিমের সঙ্গীত পরিবেশন

পতাকা-স্লোগানে শোভিত মিছিল দেখে পথের ধারে মানুষ থমকে দাঁড়িয়েছে

বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

(দশম পৃষ্ঠার পর) প্রসার ঘটাবার জন্যে এরা আছে।

উন্নত দেশগুলো যখন তাদের কল-কারখানা বন্ধ করছে, সেখানে আর পুঁজি খাটাতে পারছে না, তখন অনুন্নত দেশগুলিতে পুঁজি খাটাবার ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে। আমাদের এখানে আরো একটু প্রসারিত করার চেষ্টা তারা করছে, ইপিজেড ইত্যাদি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এই প্রয়োজনের জন্যে বাংলাদেশের সমস্ত ধনকুবের যারা তারা এদের পক্ষে আছে। এদেশের ধনপতিগোষ্ঠী হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে। ১৫-২০ হাজার কোটি টাকার কনসেনট্রেশন এখানকার বিগ হাউজগুলির হয়েছে, তারা খানিকটা একচেটিয়া রূপ নিয়েছে। এই যে কনসেনট্রেশন অব ক্যাপিটেল হয়েছে তার জন্যে একটা ফ্যাসিস্ট শাসনের যে প্রক্রিয়া এখানে জারি হয়ে গেছে। তার থেকে আমাদের এখানে এই সরকারকে তারা সমর্থন করছে। বিচারবিভাগ সম্পূর্ণ তাদের পক্ষে আছে। প্রশাসন আছে। মিলিটারি তাদের পক্ষে আছে। অনেক কিছু দেখলেন তো! সর্বোপরি আছে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ। দৃঢ়তার সঙ্গে আছে। তার একক কর্তৃত্বে বাংলাদেশ পরিচালিত হবে। বাংলাদেশে আর কোনো বাইরের শক্তি বেশি মাথা ঢুকাতে পারবে না। বাংলাদেশের বুর্জোয়াদের নিজেদের স্বার্থকে কেন্দ্র করে যতটুকু বিরোধ আছে যা ভারত মোকাবেলা করতে পারবে না – ততটুকুকে নিয়ে কন্ট্রাডিকশনে থাকতেই হবে। হয়ত দেখা যাবে একটু চীনের সঙ্গে বাংলাদেশ কিছু লেন-দেন করছে, বা আরেক জনের সঙ্গে কিছু করছে, কিন্তু ভারত খুব দৃঢ়তার সাথে তার সঙ্গে আছে। আর এখন জনসাধারণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে শাসনক্ষমতায় থাকার জন্যে এই শক্তিগুলোকে এভাবে মবিলাইজ করেছে। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ দৃঢ়তার সঙ্গে এদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। এর ফলেই এরা এত শক্তি নিয়ে অটল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে। বিরোধী শক্তি যারা তারা লক্ষ লোক জড়ো করতে পারে। কিন্তু কোনো আন্দোলন তারা তৈরি করতে পারে নি। আমার ধারণা, পারবেও না। যখন বুর্জোয়ারা চাইবে যে এরা সরে যাক, এরা মানুষের চোখে আর গ্রহণযোগ্য নেই, তখনই কিছু হবে। আর মানুষ বরদাস্তও করবে না, ফলে বিশাল কাণ্ড ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার ছোট ছোট পার্টি হয়ত দেখা যাবে ওই রকম একটা সংগ্রামের মধ্যে বিরাট শক্তি হয়ে গেছে – তার ভয়ে বুর্জোয়ারা হয়ত ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু এখন দৃঢ়তার সঙ্গে ওদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। হয়ত বেশ কিছু দিন চলবে।

এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এবং জটিল না করে জনগণের সাফারিংসগুলিকে (সংকটগুলিকে) তুলে ধরে তার ভিত্তিতে আন্দোলনে নামতে হবে। এই গণআন্দোলনের যাতে স্থায়ী শক্তি ডেভেলপ করানো যায় সে চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে। রাজনীতি যখন করি তখন আন্দোলনের মধ্যে প্রত্যেকেই আমরা প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করব, কিন্তু জনগণের আন্দোলনের ক্ষেত্রে কোনো বিরোধ-সমস্যা নেই। আমাদের দলের বাইরেও জনগণের আন্দোলনের শক্তি, প্রতিরোধের শক্তিগুলি গড়ে ওঠা দরকার। এবং এই প্রতিরোধের শক্তিই একদিন ধীরে ধীরে সারাদেশে জালের মতো নেটওয়ার্ক তৈরি করে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে একদিন বিশাল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী সংগ্রামের শেষ পর্যায়ে যেতে পারব। এই সমস্ত সম্ভাবনাগুলিকে বাস্তবায়িত করতে হলে একটা বিপ্লবী পার্টির বিরাট প্রয়োজন। সে প্রয়োজনকে কেন্দ্র করেই আমাদের পার্টি বিশেষ কনভেনশন করছে।

আমরা অতীতে যে পার্টিতে ঐক্যবদ্ধ ছিলাম, সে পার্টি মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতেই গড়ে উঠছিল। ওই জাসদের ভেতরেও তার প্রমাণ আছে। আমাদের পার্টি এতদিন ধরে যে চলেছে তার মধ্যে প্রমাণ আছে। খেয়াল করুন, এমন একটা সময়ে হাজার হাজার লোকজন জড়ো করতে পারি যখন সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়। যখন সমাজতন্ত্র সমস্ত বিশ্বে পর্যুদস্ত হয়ে গেছে, সাময়িকভাবে হলেও হেরে যাচ্ছে, তখনকার সময়ে সমাজতন্ত্রের পক্ষে থাকাটা ভীষণ কষ্টকর কাজ, সেই সময়ে বাংলাদেশে আমাদের পার্টি ধীরে ধীরে যুবশক্তিকে এমনভাবে জড়ো করতে পেরেছিলাম যে হাজার হাজার মানুষ আমাদের পক্ষে ছিল। এবং সেদিন সমস্ত বামপন্থীরা – আমি দুঃখের সঙ্গে বলছি, কাউকে অসম্মান করার জন্যে না – সমস্ত বামপন্থীরা হতচকিত হয়ে দেখেছে যে কীসের জোরে এইভাবে যুবশক্তিকে এরা রাস্তায় নামাতে পারে! নিঃস্বার্থভাবে ক্রিয়া করতে পারে! মার্কসবাদ-লেনিনবাদের অমোঘ শক্তির সঙ্গে কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা, তার আদর্শ। মার্কসবাদের সবচেয়ে উন্নত প্রকাশ এ যুগে যার মাধ্যমে হয়েছে তার চিন্তাধারার ভিত্তিতে একটা পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম আমরা করছিলাম। কিন্তু অনেক জটিল পথ অতিক্রম করার যে সংগ্রাম, সে পথে আমরা মাঝে মাঝে হোঁচট খাচ্ছি। ইতিহাসের দিকে তাকালেও দেখবেন, আমরাই শুধু না, দুনিয়ার অনেক দেশেই বিপ্লবী পার্টি ভাঙা-গড়া, ভাঙা-গড়া এগুলির ভেতর দিয়ে গেছে। এগুলি হয় তার কারণ হল, অনেক বন্ধুর পথ বেয়ে, শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শকে সংহত করার প্রক্রিয়া চলে। ফলে, হতাশ হওয়ার কোনো কিছু নেই। আমরা হতাশ হলেই মানবজাতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না। আমাদের কিন্তু কোনও উপায়ই নেই, বিপ্লব ছাড়া কোনও পথ নেই। এই বিশ্বাস ধারণ করি, জীবনের সর্বশেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এ আদর্শ নিয়ে এ পথে এগোতে চেষ্টা করব। এ পার্টি গড়ে উঠবেই। এ প্রতিজ্ঞা করেই আজকে আমরা প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশনের কাজ শেষ করব। এরপর তিন দিন আমাদের ডেলিগেট সেশন চলবে। আমাদের কমরেডরা সারাদেশ থেকে এসেছে। তাদের অনভিজ্ঞতা অনেক, আবার তাদের প্রচণ্ড আশা-আকাঙ্ক্ষা। এবং তারা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করা, দেশের মানুষকে সংগঠিত করার কাজে প্রাণপাত করতে প্রস্তুত। চিন্তার ঐক্য গড়ে তোলার যে সংগ্রাম সে সংগ্রামের প্রক্রিয়াতে আমাদের তিন দিনের প্রতিনিধি অধিবেশন চলবে। এর মধ্য দিয়েই আমাদের কনভেনশনের কাজ শেষ হবে।

অনেকক্ষণ ধরে আপনারা বসে আছেন, সারাদিন কষ্ট করেছেন, অনেক দূর দূর থেকে আপনারা এসেছেন, আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর একটা কথা, যারা আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত নন, সর্বসাধারণকে বলছি। এই কনভেনশনের কিছু প্রচার-প্রোপাগান্ডা চোখে পড়ার মতো হয়ত হয়েছে। মনে হবে যেন আমরা প্রচুর টাকা-পয়সা খরচ করেছি। কিছু টাকা-পয়সা খরচ করেছি সেগুলিও মানুষের কাছ থেকে তুলেছি। চোখের সামনে মানুষ দেখতে পেয়েছে টাকা কীভাবে সংগ্রহ হয়। আমাদের কমরেডরা পরিশ্রম করে করে এসব করেছে। সারাদিন কালেকশন করেছে, সারা রাত জেগে জেগে দেয়াল লিখন করেছে, পোস্টার লাগিয়েছে, পার্টির প্রচার-প্রোপাগান্ডা করেছে। পার্টির প্রচার-প্রোপাগান্ডা যতখানি চোখে পড়ার মতো হয়েছে সেটা আমাদের কমরেডদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে। আমি কমরেডদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ!

দুনিয়ার মজদুর, এক হও!

চলমান জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মার্কসবাদকে বিকশিত করতে হবে

(চতুর্থ পৃষ্ঠার পর) দেখিয়ে গেছেন। অনেকে ভেবেই ছিল ফ্যাসিস্ট জার্মানি-ইটালির পরাজয়ের পর ফ্যাসিবাদ নাই। তিনি বললেন – না, বরঞ্চ আজকে উন্নত-অনুন্নত পুঁজিবাদী দেশের একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য ফ্যাসিবাদ। কনসেনট্রেশন অব ক্যাপিটাল, মনোপলি ক্যাপিটাল হচ্ছে ফ্যাসিবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি। অন্যদিকে সেন্ট্রালাইজেশন অব অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল-মিলিটারি-ব্যুরোক্রেটিক কমপ্লেক্স, তার হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। অন্যদিকে চিন্তার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ধ্বংস করা, যুক্তিবাদী মননকে ধ্বংস করা, অন্ধতা-অন্ধবিশ্বাস-কূপমণ্ডুকতা-প্রাচীন ঐতিহ্যবাদ-উগ্র জাতীয়তাবাদ এগুলোকে উৎসাহিত করা। এই আক্রমণ বিশ্বের সমস্ত জায়গায়। ফলে গণতন্ত্র বলে কোনও কিছু নাই। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির পার্লামেন্ট আছে, ডেমোক্রেসি বলে কোথাও কিছু নাই। এই পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির ঝাণ্ডা তুলেই তো ইউরোপ এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকা লুণ্ঠন করেছিল উপনিবেশ স্থাপন করে। এই পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির ঝাণ্ডা তুলেই তো প্রথম মহাযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছিল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছিল। এই পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির ঝাণ্ডা তুলেই তো জার্মানিতে, ইটালিতে ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছিল। এই পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির ঝাণ্ডা তুলে আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমা বর্ষণ করে ধ্বংসস্তূপ করেছিল। এই পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির ঝাণ্ডা তুলেই তো এই সেদিন মিথ্যা অজুহাত তুলে একটা বর্বর আক্রমণ করেছে ইরাকের উপরে। ইরাক নাকি ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র তৈরি করেছে। কিচ্ছু খুঁজে পায় নাই। একটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করল, আফগানিস্তানকে ধ্বংস করল, লিবিয়াকে ধ্বংস করল, সিরিয়াকে ধ্বংস করছে। ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গা বাঁধিয়েছে ইরাকে, শিয়া-সুন্নি লড়াই – এর পেছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। সমস্ত জায়গায় তো পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির ঝাণ্ডা তুলেই, এই হচ্ছে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির কদর্য পরিণতি। ফলে পুঁজিবাদ যে গণতন্ত্রকেও একদিন ঘোষণা করেছিল, সেই ঝাণ্ডাকে পদদলিত করেছে, কোথাও গণতন্ত্র বলে কিছু নেই। এই হচ্ছে লুণ্ঠনের গণতন্ত্র, পুঁজিবাদের শোষণের গণতন্ত্র। জনগণের প্রতিবাদের গণতন্ত্র নেই, আন্দোলন-লড়াইয়ের গণতন্ত্র নেই। এই হচ্ছে গণতন্ত্রের চেহারা।

পুঁজিবাদ মানবিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করছে

অন্যদিকে যে ইউরোপ একসময় শেকসপীয়রকে জন্ম দিয়েছিল, মিল-মিল্টন-বার্কলেকে জন্ম দিয়েছিল, ভিক্টর হুগো-এমিল জোলাকে জন্ম দিয়েছিল, টলস্টয়কে জন্ম দিয়েছিল, গোর্কিকে জন্ম দিয়েছিল, নিউটনকে জন্ম দিয়েছিল, আইনস্টাইনকে জন্ম দিয়েছিল, আরো অনেক বৈজ্ঞানিককে জন্ম দিয়েছিল, যে ইউরোপ রুশো-ভলতেয়ারকে জন্ম দিয়েছিল, যে আমেরিকা আব্রাহাম লিংকন-জেফারসনকে জন্ম দিয়েছিল, সে ইউরোপ আজ কোথায়? সে ইউরোপের আজকে ক্লেদাক্ত রূপ, সে ইউরোপকে ধ্বংস করেছে পুঁজিবাদ। সেখানে মনুষ্যত্ব বলে কিছু নাই। মানবতাবাদ-মানবিক মূল্যবোধ বলে কিছু নাই, তাকে ধ্বংস করছে। সমস্ত জায়গায় সে নোংরা সংস্কৃতির চর্চা করছে। চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা-স্বার্থপরতা, শুধু লোভ আর লোভ, ব্যক্তিগতভাবে লুণ্ঠন করা, লোভ করা, অপরকে ঠকানো, আর ভোগবাদী মানসিকতা। ওখানে ট্যাবলেট না খেলে যুবকদের ঘুম হয় না। নোংরা মানসিকতা চরিতার্থ না করলে তাদের আনন্দ হয় না। ইউরোপে স্লোগান উঠেছে – বিবাহিত জীবন বন্ধন চাই না, কিছুক্ষণের জন্য লিভ টুগেদার। ইউরোপের মেয়েরা মা হতে চায় না, মা হওয়া বোঝা। যে সন্তান ইউরোপে জন্ম নিচ্ছে তারা মাতৃত্বের-পিতৃত্বের স্নেহ থেকে বঞ্চিত। আমরা বাচ্চা বয়সে পেন্সিল নিয়ে মারামারি করতাম ক্লাসে, আর শিশু বয়সী আমেরিকার ছেলেমেয়েরা স্কুল লাইফে পিস্তল নিয়ে মারামারি করে, খুন করে। ইউরোপে আমেরিকাতে আজ এই অবস্থা। আমেরিকা-ইউরোপে মাধ্যমিক স্কুলে সেখানে কনট্রাসেপটিক ক্লিনিকের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সভ্যতাকে কোথায় নিয়ে গেছে এই ইউরোপ।

আর তার ঢেউ আমাদের দেশে এসে গেছে। আপনাদের চেহারা আপনারা জানেন, আপনারাই বলবেন। আমাদের ভারতবর্ষ – আমি অবিভক্ত ভারতবর্ষের কথাই বলছি – যে রামমোহন বিদ্যাসাগরকে জন্ম দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথকে জন্ম দিয়েছিল, নজরুল-শরৎচন্দ্রকে জন্ম দিয়েছিল। কত বৈজ্ঞানিক, কত দেশাত্মবোধের এই দেশবন্ধু, সুভাষ বোস, ভগৎ সিং, আশফাক উল্লাহ খান, সূর্যসেন, প্রীতিলতা আপনাদের এখানকার – সেই দেশ আজ কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেই দেশের স্মৃতি অবলুপ্ত। এদের নামও উচ্চারণ করার লোক কোথাও নেই। নোংরা ফিল্ম স্টারদের জীবনী, ক্রিকেট প্লেয়ারদের জীবনী এই হচ্ছে চর্চার বিষয়, আলোচ্য বিষয়। মেয়েরা ভারতবর্ষের শহরগুলোতে সন্ধ্যাবেলা রাস্তায় বেরুতে পারে না। কাকে কখন কে তুলে নিয়ে যাবে। ইউনিভার্সিটির ছেলে, কলেজের ছেলে, তথাকথিত শিক্ষিত ছেলেরাই এগুলো করছে! ধর্ষণ-গণধর্ষণ প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ডে অসংখ্য ঘটে যাচ্ছে এবং এই নিয়ে কোথাও এতটুকু বিবেক দংশন নাই! ছ'বছরের শিশু তাকে পর্যন্ত ধর্ষণ করছে! পিতা অভিযুক্ত – কন্যা অভিযোগ করছে ধর্ষণের দায়ে। ভারতবর্ষের সংবাদপত্রে এইসব জিনিস পাবেন। তার জন্যে ভারতবর্ষের জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিল? শহীদরা প্রাণ দিয়ে গিয়েছিল? এই নিয়ে নজরুলের কাব্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য – এসব জিনিস তারা দেখে যাননি। মনুষ্যত্ব বলে কিছু নেই। চূড়ান্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা-স্বার্থপরতা, বিবেকবর্জিত মানুষ – এরকম একটা অবস্থা। স্নেহ-মায়া-মমতা-প্রেম-প্রীতি ভালবাসা – মানুষের যেগুলি হৃদয়বৃত্তি, যেখানে মানুষ আর জন্তুতে পার্থক্য। যৌন সম্পর্ক তো প্রকৃতির নিয়ম, প্রাণী জগতেও আছে। মানুষের যৌন সম্পর্ক কি তাই? এই রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কত কাব্য-গান, শরৎবাবুর সাহিত্যে কত মাধুর্য্য, ধর্ম-অধর্ম, ন্যায়-অন্যায়, কত সৌন্দর্য্য – এর সব কিছু ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। সবকিছু মরে গেছে। ছেলে রোজগার করে বৃদ্ধ বাবা-মার দায়িত্ব নেবে না, রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে না হলে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই বৃদ্ধাশ্রম আধুনিক পুঁজিবাদী সভ্যতার সৃষ্টি। বৃদ্ধাশ্রম মানে বৃদ্ধদের কারাগার, সেখানে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এরকম একটা অবস্থা। বিয়ের পাঁচদিন বাদে স্ত্রীকে বিক্রি করে দিচ্ছে কয়েক হাজার টাকা পেয়ে। এই সব জিনিস হচ্ছে।

তো এই হচ্ছে পুঁজিবাদী সভ্যতার সংস্কৃতি। ফলে পুঁজিবাদ মনুষ্যদেহী মনুষ্যত্ব বর্জিত একদল 'আধুনিক' মানুষ বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি করছে। এই আক্রমণ আরো ভয়ঙ্কর। বহুদিন আগে কমরেড শিবদাস ঘোষ হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, জনগণ-একটা দেশ-একটা জাতি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে, লড়তে পারে, যদি তার মনুষ্যত্ব থাকে, নৈতিক বল থাকে। তার সামনে আদর্শ থাকে। ভারতবর্ষের পুঁজিবাদ সেই নৈতিক বলকে ধ্বংস করছে, ছিন্নমূল করে দিচ্ছে, অতীতের যে সংগ্রামী ঐতিহ্য, মানবিক মূল্যবোধের ঐতিহ্য তার মূল থেকে ছিন্ন করে দিচ্ছে। এই হচ্ছে আরেকটা সমাজ। একটুবাদেই অন্ধকার নামবে – ভারতবর্ষের গঞ্জে গঞ্জে স্টেশনে স্টেশনে পাওয়া যাবে অসংখ্য নারীমূর্তি – আমাদেরই মা-বোন, আমাদেরই কন্যা। স্বামী বেকার, অভুক্ত সন্তান, দেহ বিক্রির জন্য লক্ষ লক্ষ নারী বাজারে দাঁড়িয়ে আছে। ভারতবর্ষের সংবাদমাধ্যমে এই খবর পাবেন। ফুটপাতে লক্ষ লক্ষ শিশু জন্ম নেয়, সে জানে না তার বাবা কে, মা কে, কোন গ্রামে তার ঠিকানা।

> **সমাজতন্ত্রের সংকট অনিবার্য ছিল না, পুঁজিবাদ আক্রমণ করেছিল ধ্বংস করার জন্য, বাইরে থেকে আক্রমণ করে পারে নি। ... অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছিল, রাজনীতি ক্ষেত্রেও অগ্রগতি ঘটেছিল। কিন্তু চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী যে সংস্কৃতি, ব্যক্তিবাদী যে মানসিকতা, ব্যক্তিবাদী যে স্বার্থবোধ, যেটা পুঁজিবাদ সৃষ্ট মানসিকতা – চিন্তার জগতে, ভাবের জগতে, সংস্কৃতির জগতে – এখান থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মুক্ত করতে পারে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামটা যথাযথভাবে করা যায়নি।**

সমাজতন্ত্র নতুন সভ্যতার জন্ম দিয়েছিল

কয়েক হাজার বছরের শোষণমূলক ব্যবস্থা যে পৃথিবীতে কায়েম ছিল, পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করার জন্য সেখানে আমাদের লড়াই মাত্র আশি বছরের। এর মধ্যে জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন আছে, ফলে এখানে হতাশার কোনো কারণ নেই। এ কথাই আমরা বলতে চাই। আমরা বলতে চাই, ১৮৭১ সালে প্যারি কমিউনে প্রথম শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করে, যা মাত্র কয়েক মাস টিকে ছিল। ৪৬ বছর বাদে মহান লেনিন-স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের বিজয় যাত্রা শুরু হয়। এবং সে সমাজ আশি বছর টিকে ছিল। এবং এই আশি বছরের বেশিরভাগটাই হচ্ছে ক্রমাগত অগ্রগতির ইতিহাস। যে সমাজতন্ত্রে বেকারত্ব বলে কিছু ছিল না, ছাঁটাই বলে কিছু ছিল না, ক্রমাগত মজুরদের মজুরি বৃদ্ধি করছিল। বিনামূল্যে চিকিৎসা ছিল, বিনামূল্যে শিক্ষা ছিল। যে সমাজতন্ত্রে নর নারীর সমান অধিকার ছিল। যে সমাজতন্ত্রে কোনো ধর্মীয় বৈষম্য ছিল না। জাতিগত বৈষম্য ছিল না। যে সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানিয়েছিল বার্নার্ড শ, রমাঁ রল্যাঁ, আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ। এরা সকলেই অভিনন্দন জানিয়েছিল নতুন সভ্যতা হিসেবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, রাশিয়ায় গিয়ে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে পৌঁছালাম। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন রাশিয়ায় গিয়ে, এ একটা দেশ, ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান ছিল সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার কিন্তু প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি। এই একটা দেশ (সোভিয়েত ইউনিয়ন) সেটা প্রতিষ্ঠা করেছে। আরেকটা কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, হাজার বছরের ইতিহাসের বিরুদ্ধে এ দেশটা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন – রাশিয়ান বিপ্লব, এ রক্তাক্ত বিপ্লব মানব ইতিহাসে প্রথম একটা লড়াই করছে, লোভ থেকে মানুষকে মুক্ত করার, লোভ-লালসা থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করার। আমি আজ কামনা করি এদের এই লড়াই যেন জয়যুক্ত হয়। মনীষী রমাঁ রল্যা বলেছিলেন, আমি কমিউনিজমের পক্ষে, যদি কোনো দিন সোভিয়েত ইউনিয়ন ধ্বংস হয়, তবে মানবজাতির ইতিহাসে অন্ধকার নেমে আসবে। বার্নার্ড শ বলেছিলেন, পৃথিবীতে গণতন্ত্র যদি কোথাও থাকে, সে গণতন্ত্র আছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। এরা কিন্তু কেউ কমিউনিস্ট ছিলেন না। এরা সব মানবতাবাদী ছিলেন। সুভাষ বোস বলেছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দী দিয়েছে মার্কসবাদ। বিংশ শতাব্দী দিয়েছে মানব ইতিহাসে রুশ বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা, সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি। যখন পশ্চিমি সভ্যতা অস্তমিত, সংকটগ্রস্ত। পশ্চিমি সভ্যতার শ্রেষ্ঠ মানবতাবাদীরা এই নতুন সভ্যতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

সমাজতন্ত্রের সংকট এসেছে শোধনবাদী চিন্তা থেকে

এই সমাজতন্ত্রের সংকট অনিবার্য ছিল না, পুঁজিবাদ আক্রমণ করেছিল ধ্বংস করার জন্য, বাইরে থেকে আক্রমণ করে পারে নি। কিন্তু ধ্বংস হল যে কারণে সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছিল, রাজনীতি ক্ষেত্রেও অগ্রগতি ঘটেছিল। কিন্তু চিন্তা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী যে সংস্কৃতি, ব্যক্তিবাদী যে মানসিকতা, ব্যক্তিবাদী যে স্বার্থবোধ, যেটা পুঁজিবাদ সৃষ্ট মানসিকতা – চিন্তার জগতে, ভাবের জগতে, সংস্কৃতির জগতে – এখান থেকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে মুক্ত করতে পারে, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামটা যথাযথভাবে করা যায়নি।

১৯৪৮ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ যখন গাছতলায় দাঁড়িয়ে আমাদের দল প্রতিষ্ঠা করছেন, তখনই তিনি হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন। তখন সাম্যবাদী আন্দোলনে বিরাট অগ্রগতি ঘটেছে। রাশিয়ার সমাজতন্ত্র, পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্র, চীন জয়লাভের পথে, ভিয়েতনাম জয়লাভের পথে, সাম্রাজ্যবাদ থরথর করে কাঁপছে। তখন কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন যে, সাম্যবাদী আন্দোলনের অভ্যন্তরে, মার্কসবাদী পরিভাষায় যাকে বলে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, সেটা নেই। চিন্তার দ্বন্দ্ব নেই। অর্থাৎ নেতার সাথে কর্মীদের সম্পর্ক হবে দ্বান্দ্বিক। এমনকি বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের সাথে, অন্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক হবে দ্বান্দ্বিক। নেতা ঠিক করছে কি ভুল করছে, নেতৃত্ব ঠিক পথে চলছে কি ভুল পথে চলছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ঠিক পথে চলছে কি ভুল পথে চলছে, মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিচার করার ক্ষমতা অন্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টির থাকা উচিৎ। এবং বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট নেতা কর্মীদের থাকা উচিত। এ না হলে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিবর্তে আসবে যান্ত্রিকতা। এবং এ যান্ত্রিকতা এসে গেছে, ভবিষ্যতে বিপদ সৃষ্টি করবে। তিনিই প্রথম মহান স্ট্যালিনের জীবদ্দশায় ১৯৪৮ সালেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। মহান স্ট্যালিন মৃত্যুর আগে এ বিপদ বুঝেছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে ১৯৫৩ সালে, রাশিয়ার ভিতরে পুঁজিবাদী চিন্তার প্রভাব আসছে, এ আশংকা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। রাশিয়ার অভ্যন্তরে, প্রতিবিপ্লবী শক্তি মাথাচাড়া দিচ্ছে এটা তিনি অনুভব করেছিলেন। হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন, কিন্তু মাত্র তিন মাস বাদেই তিনি মারা যান। সে লড়াই করলেন মহান মাও সেতুঙ চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। তিনিও বেশি দিন বেঁচে থাকলেন না। সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে পুরো মাত্রায় সফল করে যেতে পারলেন না। সে সময় কমরেড শিবদাস ঘোষ বললেন, এই যান্ত্রিক সম্পর্ক হচ্ছে কেন? এই যান্ত্রিকতা হওয়ার কারণ, মার্কসবাদের যে উন্নত চেতনা এবং মার্কসবাদী যে সংস্কৃতি, সর্বহারা সংস্কৃতির উন্নত মান, এ না থাকার জন্য যান্ত্রিকভাবে নির্ভর করা, একটা অন্ধতা এসে গেছে।

আমাদের পার্টি বেঁচে গেল কেন? দেখুন, রাশিয়ায়, চীনে কমিউনিজম ধ্বংস হয়ে যাবার পর, বিশ্বের অনেক শক্তিশালী পরিচিত কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। আমাদের পার্টি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর কোনো ভাঙন হয় নি। আমরা ক্রমাগত শক্তি সঞ্চয় করে এগুচ্ছি, কারণ আমাদের পার্টি, কমরেড শিবদাস ঘোষ, মহান স্ট্যালিনকে, মাও সেতুঙ-কে শিক্ষক হিসেবে মানতেন, কিন্তু অন্ধভাবে মানতেন না। তাঁদের যেগুলো ঠিক বক্তব্য তাকে গ্রহণ করতেন, যেগুলো তিনি মনে করতেন ঠিক না সেগুলো তিনি ছাত্র হিসাবে শিক্ষকদের সামনে তুলে ধরেছিলেন। তিনি আমাদের পার্টিকে তৈরি করে গিয়েছিলেন, আমাদের মনকে তৈরি করে গিয়েছিলেন, এরকম একটা বিপদ আসছে, এই বিপদের জন্য প্রস্তুত থাকতে। এর জন্য আমাদের দুঃখ হয়েছে, কিন্তু আমরা হতাশ হইনি, আমরা ভেঙে পড়িনি। এটা তিনি পারলেন কিসের জোরে?

তিনি পারলেন কারণ আমাদের পার্টি গড়ে তুলতে গিয়ে তাঁকে কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছিল। তখন ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টি একটি, স্ট্যালিন তাদের সমর্থন করছে, মাও সেতুঙ তাদের সমর্থন করছে। আর কমরেড শিবদাস ঘোষ এই কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস বিচার করে দেখালেন, এই কমিউনিস্ট পার্টি যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি নয়। এরা ভারতবর্ষের যথার্থ কমিউনিস্ট পার্টি হলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের এই পরিণতি হত না। বুর্জোয়ারা ক্ষমতায় আসতে পারতো না। এমনকি ১৯২৫ সালে মহান স্ট্যালিন ভারতবর্ষের কমিউনিস্টদের বলেছিলেন, ভারতবর্ষের জাতীয় বুর্জোয়ারা আপসকামী। এদেরকে বিচ্ছিন্ন করে পেটিবুর্জোয়া বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি মৈত্রী করতে বলেছিলেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সুভাষ বোসকে বিরুদ্ধতা করে গান্ধীকে সমর্থন করেছিল। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে সুভাষ বোস বারবার ডেকেছিলেন বামপন্থী ঐক্যের জন্য। তারা সাড়া দেয় নি। এমনকি '৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে তারা শামিল হয় নি। এই জন্য *(সপ্তম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

যন্ত্রণাকাতর মানবতাকে মুক্তি দিতে পারে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) স্ট্যালিন তাদের ভর্ৎসনা করেছিলেন। তারা সুভাষ বোসকে জাপানের দালাল বলে চিহ্নিত করেছিলেন। সুভাষ বোস কৌশলগত কারণে জাপানে গিয়েছিলেন, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য। কৌশল ঠিক কি বেঠিক প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু সুভাষ বোস সোভিয়েত ইউনিয়নের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। রাশিয়া যখন যুদ্ধে হারছে, তখনও সুভাষ বোস সিঙ্গাপুর থেকে বলছেন, এখনও মহান স্ট্যালিন বেঁচে আছেন, এই মহান স্ট্যালিন মানবসভ্যতাকে রক্ষা করবেন। এই লোককে সি পি আই ব্যবহার করতে পারে নি। কারণ সি পি আই কোনোদিনই ভারতবর্ষের মাটিতে মার্কসবাদকে প্রয়োগ করতে পারে নি। এখানেই তাদের চূড়ান্ত ব্যর্থতা, আমি তাদের অনেক ভুলের ইতিহাস এখানে ব্যক্ত করতে চাই না।

চলমান জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মার্কসবাদকে বিকশিত করতে হবে

লেনিন বলেছেন যে, মার্কস-এঙ্গেলস এ বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন। আমরা মার্কস-এঙ্গেলসের ছাত্র। চলমান জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মার্কসবাদকে আমাদের আরও সর্বাত্মকভাবে বিকশিত করতে হবে। মার্কসবাদ একটা বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক দর্শন। একমাত্র দর্শন যা বিজ্ঞানকে ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, বোটানি, জুওলজি বিজ্ঞানের নানান শাখা-প্রশাখা বস্তুজগতের, প্রকৃতি জগতের বিভিন্ন দিকে কাজ করে। বিশেষ ফিল্ডের আবিষ্কৃত বিশেষ নিয়মগুলোকে কো-অর্ডিনেট করে, কো-রিলেট করে জেনারালাইজ করে, সাধারণীকৃত করে তার থেকে সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করেছেন মার্কস। যে জন্য মার্কসবাদের সাথে বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ নেই। মার্কসবাদের যে জেনারেল প্রিন্সিপলস তা প্রকৃতি জগত, মানবসমাজ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেমন গ্যালিলিও কোন নিয়ম সৃষ্টি করেন নাই, নিউটন কোনো নিয়ম সৃষ্টি করেন নাই, আইনস্টাইন কোনো নিয়ম সৃষ্টি করেন নাই। প্রকৃতি বস্তু যে নিয়মে চলছে তা আবিষ্কার করেছেন। মার্কসও কোন নিয়ম সৃষ্টি করেন নাই। মানবসভ্যতা যে নিয়মে চলছে, সমাজ যে নিয়মে চলছে, পরিবর্তিত হয়েছে, সেই নিয়মকে তিনি আবিষ্কার করেছেন। সে জন্য বিজ্ঞানের ধ্বংস নেই, মার্কসবাদেরও ধ্বংস নেই। বিজ্ঞানের অপব্যবহার হতে পারে, বিজ্ঞানের ভ্রান্ত প্রয়োগ হতে পারে, বিজ্ঞানের নামে অ্যাটম বোমা তৈরি করে ধ্বংস হতে পারে, তেমনি মার্কসবাদের নামে বিভ্রান্তি হতে পারে, সংশোধনবাদ আসতে পারে, মার্কসবাদের নামে মার্কসবাদের বিপ্লবী প্রাণ সত্তাকে হত্যা করা হতে পারে। কিন্তু সেটা সঠিক মার্কসবাদ নয়। যথার্থ মার্কসবাদ বৈপ্লবিক শক্তির জোরে, বৈজ্ঞানিক শক্তির জোরে টিকে আছে এবং টিকে থাকবে।

বুর্জোয়ারা বিজ্ঞান নেয় কৃষিতে-শিল্পে, বুর্জোয়ারা বিজ্ঞান নেয় চিকিৎসাক্ষেত্রে, যানবাহনে, যন্ত্রনির্মাণে, সৌরজগত অভিযানে, সমস্তক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে নেয়। কিন্তু বুর্জোয়ারা ইতিহাস বিশ্লেষণে বিজ্ঞানকে নেবে না। সামাজিক সমস্যার প্রশ্নে বিজ্ঞানকে নেবে না। কারণ তাহলে বুর্জোয়া সভ্যতা বিপন্ন হয়ে যায়। বিজ্ঞানের আবিষ্কার যে সবকিছু পরিবর্তনশীল, গতিশীল। কোনো জিনিসই এক জায়গায় থাকে না। সমাজও এক জায়গায় থাকে না। মার্কসবাদই প্রথম দেখিয়েছে কেন আদিম সমাজ ভেঙে দাসপ্রথা এল, দাসপ্রথা ভেঙে সামন্ততন্ত্র এল, সামন্ততন্ত্র ভেঙে কেন পুঁজিবাদ এল, আবার পুঁজিবাদ পাল্টে কেন সমাজতন্ত্র আসবে, তারপর কমিউনিজম আসবে, তারপর আরও নতুন সমাজ আসবে। এ বিরামহীন, এর শেষ নেই। কোন নিয়মে হবে তা মার্কসবাদ দেখিয়ে গেছে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ মার্কসবাদকে বিকশিত করেছেন

যেভাবে মার্কস-এঙ্গেলসের পর লেনিন-স্ট্যালিন মাও সেতুঙ সৃজনশীলভাবে মার্কসবাদকে বিকশিত করেছেন, কমরেড শিবদাস ঘোষও ভারতবর্ষের মাটিতে মার্কসবাদী দল গড়ে তুলতে গিয়ে মার্কসবাদকে বিকশিত করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতের, দর্শন জগতের বুর্জোয়া ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে, আধুনিক সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হাতিয়ার, আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলনের সংকট কোথায়, তার সমাধান কোথায়, সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় কীভাবে কেন ঘটল – এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গেছেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ক্রুশ্চেভ স্ট্যালিনকে আক্রমণ করছে, এ আক্রমণ স্ট্যালিন-কে নয়, এই আক্রমণ সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে, মার্কসবাদের বিরুদ্ধে। সমাজতন্ত্রের অভ্যন্তরে কি কি কারণে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হল এবং কিভাবে আগামী দিনে এই বিপদের হাত থেকে সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করা যায় সেই পথনির্দেশও করেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনকে নতুন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কী কী পদক্ষেপ নেয়া দরকার সে ক্ষেত্রেও পথনির্দেশ করে গেছেন। কমরেড শিবদাস ঘোষ সর্বহারা সংস্কৃতি কাকে বলে, ধর্মীয় সংস্কৃতি, মানবতাবাদী সংস্কৃতি থেকে পৃথক কমিউনিস্ট সংস্কৃতি কাকে বলে, এটাও সঠিকভাবে দেখিয়ে গেছেন। এবং ফ্যাসিবাদের বৈশিষ্ট্যও তিনি দেখিয়েছেন – এগুলো হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমরেড শিবদাস ঘোষের অবদান। আর ভারতবর্ষের বুকে বিপ্লবের স্তর নির্ধারণ করার কাজটি তিনি করেছেন। আরেকটা দিকও তিনি দেখিয়েছেন। একটা সঠিক মার্কসবাদী দল গড়ে তুলতে হলে কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনে এই পথনির্দেশও তিনি দিয়েছেন। লেনিনের পথকে আরও উন্নত, আরও সমৃদ্ধ করেছেন। এই অর্থে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা আজকের যুগে আমাদের পথনির্দেশক হিসাবে আমরা গণ্য করে থাকি।

বিজেপি কংগ্রেসের পথেই ফ্যাসিবাদকে জোরদার করছে

ভারতবর্ষে এখন তীব্র লড়াই করতে হচ্ছে – দীর্ঘদিন আমরা লড়াই করে এসেছি, লড়াই করে যাচ্ছি, ভারতবর্ষের যে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী স্তরে উন্নীত, ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করছে – তার বিরুদ্ধে। আবার ভারতবর্ষের সংশোধনবাদী পার্টি সিপিআই, সিপিএম-এর সাথে আদর্শগত সংগ্রামও আমাদের চলছে। দীর্ঘদিন কংগ্রেসের নেতৃত্বে পুঁজিবাদ সংহত হচ্ছিল এবং কংগ্রেস সরকার পুঁজিবাদের পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে কাজ করছিল। সম্প্রতি বিজেপি পার্টি ক্ষমতায় এসেছে পুঁজিবাদের নতুন পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে। পুঁজিপতিরা বহুদলীয় গণতন্ত্র বললেও আজকের দিনে একচেটিয়া পুজির যুগে বাস্তবে দ্বি-দলীয় গণতন্ত্রেরই চর্চা করে। ইউরোপে আমেরিকায় সব জায়গায়। ভারতবর্ষেও তাই। অন্যান্য কিছু ছোট ছোট পার্টি আছে এ পর্যন্তই – এই দুটি পার্টিকে কেন্দ্র করে যারা পরিষদীয় রাজনীতি, ভোটের রাজনীতি করে, তারা এদেরকে ভিত্তি করেই চলে। আপনারা অনেকেই জানেন না, সিপিএম একসময় '৭৭ সালে জনসংঘের সাথে হাত মিলিয়েছিল, যে জনসংঘ আর এস এস থেকে বিজেপির অভ্যুত্থান ঘটল। আজকের এই বিজেপির সাথেও আটের দশকে সিপিএম একত্রে হাত মিলিয়ে ভি. পি. সিং সরকারকে সমর্থন করেছিল। ভারতে যদি শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলন থাকতো, বিজেপি এই জায়গায় আসতে পারতো না এটা আমরা মনে করি। এবং কংগ্রেস কোনোদিন যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করে নাই। সেক্যুলার হিউম্যানিজম বলতে বোঝায় যে ধর্ম ব্যক্তির বিশেষ বিষয় হিসাবে থাকবে। রাষ্ট্র, রাজনীতি, শিক্ষা এসব প্রশ্নে ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না। এটাই ছিল নবজাগরণের ঘোষণা। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঘোষণা। ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস কোনওদিনই একথা বলে নাই। কংগ্রেস মূলত সর্বধর্ম সমন্বয়ের নামে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য এবং উচ্চবর্ণ হিন্দুর প্রাধান্যেরই চর্চা করে গেছে। যার ফলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ই ধর্মভিত্তিক জাতভিত্তিক এই সমস্ত বিভেদ ছিল। এবং তার পরিণতি কি হয়েছে ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমরা সকলেই জানি। তার ওপর কংগ্রেসও বহু সময় সাম্প্রদায়িকতাকে কাজে লাগিয়েছে। ভোটের স্বার্থে, জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনকে দমন করার জন্য। আর বিজেপি উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক দল। বিজেপির শক্তির অভ্যুত্থান ঘটালো ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে, উগ্র হিন্দুত্বের স্লোগান তুলে। আমাদের দল সে সময় বলেছিল, তোমরা যদি যথার্থ হিন্দু হয়ে থাক, তাহলে বিবেকানন্দ হিন্দু ছিল না, তোমরা তো তাঁকে হিন্দুই মনে কর। চৈতন্য হিন্দু ধর্মের একজন শক্তিশালী প্রবর্তক ছিলেন, রামকৃষ্ণ ছিলেন, বিবেকানন্দ ছিলেন। ভারতের হিন্দুরা এঁদের মানে। প্রায় অবতার হিসেবেই মনে করে। কিন্তু চৈতন্য, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ তো কোনদিন বলেন নি যে, রামের জন্মভূমি বাবরি মসজিদ ধ্বংস কর। তাহলে কি তাঁরা কাপুরুষ ছিল? তাঁরা যদি হিন্দু হয়ে থাকে তাহলে তোমরা হিন্দু নও। তোমরা যদি হিন্দু হয়ে থাক তাহলে তাঁরা হিন্দু ছিলেন না। এ প্রশ্ন আমাদের দল তুলেছে। যে প্রশ্নের উত্তর বিজেপি, আরএসএস আজও দিতে পারে নি। আমাদের দল বলেছে, বিবেকানন্দের উক্তি পড়ে আমরা বলেছি মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে, বিবেকানন্দ বলেছেন, আমি কৃষ্ণকে যেমন সম্মান করি, হযরত মুহাম্মদকেও তেমনি সম্মান করি। দু'জনই মহাপুরুষ। বিবেকানন্দ বলছেন, আমার যদি বিবাহিত জীবন থাকতো, আমি আমার সন্তানকে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা দিতাম না। আমার সন্তান খ্রিস্টান হতে পারে, আমার স্ত্রী বৌদ্ধ হতে পারে, আমি মুসলমান হতে পারি, কি তাতে? বিবেকানন্দ বলছেন, যে আমি সেই দিনের অপেক্ষায় আছি, যে দিন কোরান, বেদ, বাইবেল মিলে একটা ধর্ম হবে। এই বিবেকানন্দ হিন্দু ছিলেন? এই প্রশ্নগুলোকে আমরা তুলেছি। যার কোনও উত্তর তারা দিতে পারে নি। বিজেপি কংগ্রেসের পথেই ফ্যাসিবাদকে আরো জোরদার করছে।

এই কয়েকদিন আগে বিজেপি যা সম্প্রচার করছে শুনলে আপনারা অবাক হয়ে যাবেন। ওরা বলছে, ইতিহাস পড়ানোর কোনো দরকার নেই, রামায়ণ-মহাভারতই ইতিহাস। রামায়ণ-মহাভারত পড়লে ইতিহাস জানা যাবে। আর কোন ইতিহাস পড়ার দরকার নেই। বিজেপি বলছে, বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কার বেদ-বেদান্তের মধ্যে আছে। মানে গ্যালিলিও, নিউটন, আইনস্টাইন, প্ল্যাংক, হাইজেনবার্গ সবই বেদের মধ্যে আছে। আমার মনে পড়ে বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহার কথা। ড. মেঘনাদ সাহার নাম আপনার জানেন, তাঁর জন্ম এই বাংলায়। তিনি যখন বৈজ্ঞানিক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন, একটু নাম টাম হয়েছে সেই সময় তাঁর বাবার একজন বন্ধু ঢাকাতে বড় উকিল ছিলেন, তিনি মেঘনাদ সাহাকে ডেকে আনলেন আদর করে। বললেন, তোমার খুব নাম শুনছি, তুমি কি আবিষ্কার করেছো? মেঘনাদ সাহা খুব উৎসাহের সাথে ব্যাখ্যা করা শুরু করলেন। পিতৃবন্ধু হাই তুলতে শুরু করেছে একের পর এক। সব শোনার পর বললেন, তুমি যা বলছ সবই বেদে আছে। মেঘনাদ সাহা বলল, কোন বেদে আছে? তখন তিনি উত্তর দিলেন, আমি জানি না কিন্তু আছে। মেঘনাদ সাহার একটা প্রবন্ধ আছে 'সবই ব্যাদে আছে'। বিদ্যাসাগর অনেক আগেই বলেছিলেন, বেদান্ত ভ্রান্ত, সাংখ্য ভ্রান্ত। এগুলি চর্চার দ্বারা আধুনিক শিক্ষিত যুবক তৈরি হতে পারে না। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, স্কুলে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক দর্শন এগুলি পড়ানো দরকার অন্ধতা থেকে মুক্ত করার জন্য। বিদ্যাসাগরকে ডেকেছেন রামকৃষ্ণ, তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাননি। তিনি এই সব বিশ্বাস করতেন না। ধর্ম বিশ্বাস করতেন না। এসব চর্চা এই দেশে একদিন হয়েছিল। সেই যুক্তিবাদী মনন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ধ্বংস করার জন্য আজকে বিজেপি গোটা ভারতবর্ষের মননকে অতীত যুগে, মান্ধাতার যুগে নিয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের আগুন জ্বালাচ্ছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা ছড়াচ্ছে।

সাম্প্রদায়িকতা রুখতে আদর্শগত সংগ্রামের সাথে চাই শ্রেণী ও গণআন্দোলন

এই বর্ধমানে ঘটনা ঘটল – একটা বিস্ফোরণ হল তা নিয়ে কী কাণ্ড! আমরা কি তাহলে বলব যে, যে বাংলা পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার জন্য লড়াই করল, সে বাংলাদেশের সমস্ত জনগণ এখন অনুপ্রবেশকারী হয়ে পশ্চিম বাংলায় ঢুকছে? সেটাকে এখন আরেকটা পাকিস্তান করবে এই জন্যে? আমরা বললাম, কেনও একটা মাদ্রাসায় বোমা যদি পেয়েও থাকো তাহলে কি বলা যাবে সব মাদ্রাসায় বোমা আছে? শোভারাম বলে এক হিন্দু সন্ন্যাসী তার আশ্রমে নারী নির্যাতন করে, ব্যাভিচার করে ধরা পড়ল, এখন কারাগারে। আমরা বললাম, তাহলে বল সমস্ত হিন্দু আশ্রমে ব্যাভিচার চলছে। এই আজকে আপনাদের দেশে এক কাগজে পেলাম, হরিয়ানাতে রামপাল বলে এক সন্ন্যাসীকে এ্যারেস্ট করতে গেছে, সেই আশ্রম থেকে বোমা মেরেছে। তাহলে বলতে সমস্যা কী সমস্ত আশ্রমে বোমা চলছে? আসলে এরা একটা তীব্র সংখ্যালঘু বিদ্বেষ তৈরি করে উগ্র হিন্দুত্ববাদ জাগিয়ে তুলছে ভারতবর্ষে। এটা একটা ভয়ংকর বিপদ। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছে তীব্রভাবে। সম্প্রতি সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক আমার কাছে এসেছিল আলোচনা করার জন্য। আমি বললাম শুধু কনভেনশন করে কিছু হবে না। এই যে বিজেপি, ভাবগত ক্ষেত্রে চিন্তাগত ক্ষেত্রে যে উগ্র ঐতিহ্যবাদ প্রচার করছে, সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে – এর বিরুদ্ধে তীব্র আদর্শগত সংগ্রাম দরকার। আর অন্যদিকে শ্রমিক কৃষক জনগণকে নিয়ে মিলিট্যান্ট ক্লাস এন্ড মাস স্ট্রাগল গড়ে তোলা দরকার। একটা মিছিল করে, একটা কনভেনশন করে কী হবে? মানুষকে জাগাতে হবে। সংঘবদ্ধ করতে হবে।

ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের ন্যায্য আন্দোলনের পাশে আছি

আরেকটা কথা আমি আপনাদের বলতে চাই, ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছিল সেই স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করে কমরেড শিবদাস ঘোষ-ই প্রথম মার্কসবাদী চিন্তানায়ক যিনি বলেছিলেন, বাংলাদেশ একটা স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। পুরনো অবিভক্ত বাংলার সাথে তার সম্পর্ক নাই। ভাষা সংস্কৃতির মিল যাই থাকুক, একটা আলাদা অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য, জাতিগত সত্তা নিয়ে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করে তিনি একথা বলেছিলেন। আরেকটা কথাও তিনি বলেছিলেন ওয়ার্নিং হিসেবে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য এসেছে, কিন্তু এই ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে কাজ করছে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা। বাংলাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদেরও সতর্ক করেছিলেন, ভারতবর্ষের জনগণকেও সচেতন করেছিলেন, যে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ যাতে বাংলাদেশে আধিপত্য বিস্তার না করতে পারে। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ এই উপমহাদেশে বাংলাদেশ নেপাল শ্রীলংকা পাকিস্তানেও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। এখানে তো বটেই, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যে এমনকি আরব ওয়ার্ল্ডে, আফ্রিকাতেও সে তার সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব বৃদ্ধির জন্য আমেরিকার সাহায্য নিয়ে চেষ্টা করছে। এই জলবন্টন নিয়ে সমস্যা, সীমান্ত নিয়ে সমস্যা, অন্যান্য সমস্যা – এগুলো সমস্তই আধিপত্যবাদের সমস্যা। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে মহান চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে আমাদের দল লড়াই করছে ভারতবর্ষের বুকে। ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে এখানকার জনগণের যা কিছু ন্যায্য দাবি আমরা সবসময়ই কণ্ঠস্বর তুলেছি, এবং আন্দোলনকে আমরা সমর্থন করে গেছি।

মানবসভ্যতা মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করছে

ফলে আমি যে কথা বলতে চাই, যা দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম, একদিকে গোটা বিশ্বে বেকারত্ব বাড়ুক, অনাহারে মৃত্যু ঘটুক, মনুষ্যত্ব ধ্বংস হোক, স্নেহ প্রেম প্রীতি মায়া ভালবাসা ধূলায় লুণ্ঠিত হোক, নারীর ইজ্জত ধূলায় লুণ্ঠিত হোক, অসংখ্য শিশু মৃত্যু ঘটুক এবং এগুলো চলতে থাকুক, বাড়তে থাকুক – নির্বাক দর্শক হয়ে আমরা দেখব? আর অন্যদিকে মানবতা মুক্তি চাইছে, মানব সভ্যতা মুক্তি চাইছে। মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় সে কাঁদছে, ব্যথা বেদনায় ছটফট করছে। সে মুক্তি একমাত্র দিতে পারে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা। এই বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল কেন্দ্রীয় কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির মধ্য দিয়ে একটা শক্তিশালী মার্কসবাদী আন্দোলন আপনারা এখানে গড়ে তুলেছেন, একে আমরা অভিনন্দন জানাই। আপনাদের সাথে আমাদের সর্বহারা আন্তর্জাতিকতা ভিত্তিক মৈত্রি-বন্ধন অটুট থাকবে। এবং আগামী দিনে গোটা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এবং সমস্ত রকম ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে, সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম চালাব, এই কথা বলেই আমি এখানে শেষ করছি।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

আমাদের উভয় দলের মৈত্রী জিন্দাবাদ!

মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা জিন্দাবাদ!

আপনাদের সকলকে লাল সালাম জানাই।

আলোকচিত্রে বিশেষ কনভেনশন

চলতি পাতায় : জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলন । শহীদ বেদীতে মাল্যদান । মার্কসবাদী অথরিটিদের কোটেশন, ইতিহাস ও দলীয় কর্মকাণ্ডের প্রদর্শনী । কর্মব্যস্ত দপ্তর । খাবার গ্রহণের সারি । বিকেলের আলোচনা সভায় উপস্থিত গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার নেতৃবৃন্দসহ সুধীবৃন্দের একাংশ । বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের মিছিল

পাশের পাতায় : র‍্যালির সম্মুখভাবে নেতৃবৃন্দ । চারণ গাইবান্ধা জেলা শাখা ও ময়মনসিংহ জেলা শাখার সঙ্গীত পরিবেশন । বিকালের প্রকাশ্য সমাবেশের মঞ্চে সভাপতির বক্তব্য দিচ্ছেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী, মঞ্চে উপবিষ্ট নেতৃবৃন্দ

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদী দুঃশাসন, সাম্প্রদায়িকতা, দুর্নীতি রুখে দাঁড়ান
বিশেষ কেন্দ্রীয়
কনভেনশন
২০-২৩ নভেম্বর ২০১৪
বাসদ
কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটি

দুনিয়ার মজদুর এক হও
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল - বাসদ
বিশেষ কেন্দ্রীয়
কনভেনশন
২০-২৩ নভেম্বর ২০১৪, মহানগর নাট্যমঞ্চ, ঢাকা

আমাদের দেশে বুর্জোয়ারা গণতান্ত্রিক শাসন দেয় নি

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর) উঠতে পারে। একই পদ্ধতিতে চিন্তা কে করতে পারে? বিজ্ঞানের লোকেরা বুঝতে পারে, একই পদ্ধতির চিন্তা ছাড়া কখনোই কোনও একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা যাবে না। ফলে একই পদ্ধতিতে চিন্তা – ওয়ান প্রসেস অব থিংকিং, ইউনিফরমিটি অব থিংকিং, ওয়াননেস ইন এপ্রোচ (oneness in approch), সিঙ্গেলনেস অব পারপাস (singleness of purpose) – এই বেইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর ভিত্তিতে বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা ছাড়া আজকের যুগে কোনো দেশেই সমাজের বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। এখন, এইসব প্রশ্ন নিয়ে অনেক জটিল পথ অতিক্রম করতে করতে শেষ পর্যন্ত আমাদের পার্টি গত দুই বছর আগে একটা বিভক্তির শিকার হল। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মার্কসবাদ – এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে যে মূর্ত চিন্তা, বক্তব্য কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন – শুধু বাংলাদেশের বা ভারতের নয় – সমগ্র বিশ্বের কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের সামনে – ব্যক্তিবাদকে সম্পূর্ণ মোকাবেলা করার জন্যে যে যৌথতা গড়ে তোলার সংগ্রাম পদ্ধতি-প্রক্রিয়ার কথা উনি এনেছেন, সেগুলি থেকে দলের কিছু নেতার সরে যাওয়ার প্রয়োজন এল। নিজেদের ব্যক্তিত্ব, তার প্রয়োজন, সেগুলিকে কেন্দ্র করে কমরেড শিবদাস ঘোষের যে অথরিটি সেটাকে অস্বীকার করলেন।

অথরিটি কথাটা মার্কসবাদী রাজনীতি বা বিজ্ঞানে সব সময় আছে। যখনই বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়েছে, ইমপিরিসিজম (অভিজ্ঞতার স্তর) থেকে যখন কো-অর্ডিনেটেড সমন্বিত বিজ্ঞানের জন্ম হল, তখন থেকেই অথরিটি ধারণা তৈরি হয়েছে। অথরিটি একটি পর্যায় থেকে আরেকটা পর্যায়ে বিকশিত হয়েছে। ন্যাচারাল সায়েন্সে (প্রকৃতি বিজ্ঞানে) যেমন অথরিটি থাকে, মার্কসবাদ যেহেতু সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক আদর্শ, এখানেও অথরিটি কনটিনিউয়াসলি অ্যাপিয়ার করবে এবং একটা পর্যায়ে এসে সেই অথরিটিদের অনেক কথা ইনএডুকোয়েট হবে। আবার তাকে এডুকোয়েট করার জন্যে, সেই ধারাকে আরো উন্নত করার জন্যে নতুন অথরিটিদের অ্যাপিয়ারেন্স হবে।

রাজনৈতিক কর্মীরা, সংগঠকেরা আমার কথা বুঝতে পারছেন। আমি জনগণের কাছে মাফ চাইছি যে আমাদের দলকে কেন্দ্র করে যেসব কথা সেগুলি আপনারা হয়ত আমার কথা থেকে বুঝতে পারবেন না। কিন্তু আমরা সবাই বাংলাদেশের বুকে এই যে নির্মম-নিষ্ঠুর পুঁজিবাদের শোষণ-শাসনের হাত থেকে বাঁচতে চাই। আর এর জন্যে চাই একটা সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি। পার্টির যে প্রয়োজন, সে প্রয়োজনটা বোঝাও আজকে বিপ্লবের আকুতি যাদের মধ্যে আছে তাদের বোঝাটা খুবই প্রয়োজনীয়। সব রকমের বিশ্লেষণ বলছে, আজ বিপ্লবী পার্টি কত প্রয়োজন। আপনারা দেখলেন, দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন হয়েছে – সেটা ঠিক। কিন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলো কোথাও স্থিরভাবে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কোনো ধরনের স্ট্যাবিলিটি নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারছে না। আপনারা খেয়াল করেছেন, জেনোয়া থেকে সিয়াটল, কাঁপিয়ে দিয়েছিল দুনিয়াটাকে। এরপর আবার দেখুন শুরু হল, পর্তুগাল থেকে গ্রিস পর্যন্ত এই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো কি ভয়াবহ সংকটে। পুঁজিবাদের সংকট এবং তার বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের বিক্ষোভ। এই তো সেদিন 'আরব বসন্ত' কত ঘটনা দেখিয়ে দিল। কত সম্ভাবনা, কত আকাঙ্ক্ষা তৈরি করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এগুলি একটা যুক্তিসম্মত পরিণতিতে যেতে পারে নি। তার মানে, এর পুরোটাই ব্যর্থ হয়েছে আমি তা বলছি না। নিশ্চয়ই এতবড় আন্দোলন মানুষের ভাবনার জগতেও অনেক পরিবর্তন ঘটাবে – কিন্তু সত্যিকার অর্থে একটা চোখে পড়ার মতো শক্তিশালী ভিত্তি ঐ দেশগুলিতে দেখতে পাচ্ছি না। মিসরে দেখুন, কি অবস্থা! মিলিটারির হাত থেকে মৌলবাদ, মৌলবাদের হাত থেকে আবার মিলিটারি। কত বড় কাণ্ড হল, কি বিশাল আত্মত্যাগ, কি প্রচণ্ড সংগ্রাম – কিন্তু দিশেহারা মানুষ। এতবড় যে আন্দোলন দেশে দেশে হল, সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি ছাড়া সেসব কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছতে পারল না।

ইউরোপের সমস্ত দেশে সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির সংকট। কোন পার্টিই শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। আমি ইউরোপের নানা জায়গায় গেছি নানাভাবে। আমি দেখেছি, এই পার্টিগুলো এই একবার কিছু লোক জড়ো করে কিন্তু ধরে রাখতে পারছে না। কেন পারছে না? শুধু পুরনো কথা দিয়ে, পুরনো যুক্তি দিয়ে মানুষকে আর বোঝানো যাবে না। মানুষকে বোঝানোর জন্যে মার্কসবাদের যে যুগোপযোগী ব্যাখ্যা, বর্তমান কালের যে নৈতিক সংকট, সাংস্কৃতিক সংকট, এবং এখনকার সময়ে অর্থনীতি মানুষকে কী ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলছে সেসব উপলব্ধি তুলে ধরতে হবে। পুঁজিবাদ যে আর দাঁড়াতে পারছে না এটা তো স্পষ্ট। কিন্তু যত সংকটই তার থাক, যত কাণ্ডই সে করুক যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টির নেতৃত্বে মানুষ সংগঠিত না হচ্ছে, ততক্ষণ কোথাও কোনো মুক্তির পথ, দিশা আমরা পাব না।

কমরেডস, আমাদের দেশে অনেক ঘটনা ঘটছে। আমাদের দেশটাকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে করে বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছেন, তারা এইভাবে রাজনীতিকে পোজ করেন। অনেক প্রাণের বিনিময়ে এই দেশ যে মুক্ত হয়েছে তার সবটাই বুর্জোয়াশ্রেণী কুক্ষিগত করেছে। যার কারণে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে ছিলাম আমাদের অনেক আকাঙ্ক্ষা মার খেয়েছে। যেহেতু রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নানা দিক থেকে শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশের অবস্থাকে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা এবং সঠিক বিপ্লবী পার্টির দিশা তাদের কাছে নেই, সেজন্য অনেক দুর্নীতিবাজ লোকদের কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনতে শুনতে মানুষ বিভ্রান্ত। কি যে করবে বুঝতে পারছে না। ভয়ানক সংকটের মধ্যে মানুষ। আবার মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিল সেই সব শক্তির সঙ্গে মিলে বুর্জোয়াদের আরো যে শক্তি আছে সেগুলিও ক্ষমতায় এসেছে। এই রকম একটা অবস্থা চলতে চলতে এখন দেশের কি অবস্থা? মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি যে, সে কীভাবে ক্ষমতায় টিকে আছে, সে থাকতে পারছে কীভাবে? মিলিটারি কিন্তু আমাদের এখানে বেশ কয়েকবার এখানে আসা যাওয়া করেছে। আনপপুলার হয়েছে, চলে গেছে বা বুর্জোয়াদের প্রয়োজন হয় নি – জনগণের সামনে তার চরিত্র সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত হয়ে যাচ্ছে দেখে এক সময় গুটিয়ে গেছে। কিন্তু এইবার তো মিলিটারি আসল না, এই বার তো ভয়ংকর একটা সংকটজনক পরিস্থিতি গেল। তার মানে বাংলাদেশের সমস্ত বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের চায়নি, অন্য কিছু চেয়েছে। বাংলাদেশের বুর্জোয়াশ্রেণী একটা শক্তিশালী ভিত্তি নিয়ে দাঁড়িয়েছে, একটা শক্তিশালী বুর্জোয়াশ্রেণীর অভ্যুত্থান এখানে ঘটেছে। অনেক সময় হয়ে গেছে, রাত হয়ে গেছে, না হলে তথ্য-টথ্য দিয়ে আলোচনা করা যেত। বাংলাদেশের মানুষ দরিদ্র হলে কি হবে, এখানকার বুর্জোয়ারা বেশ ধনী। ওই ভারতের কথা শুনলেন তো। ভারত কিন্তু এখন পৃথিবীর বিরাট একটা অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে। কোন অর্থে? বুর্জোয়া অর্থে, পুঁজিবাদী অর্থে, সাম্রাজ্যবাদী অর্থে। কিন্তু সমস্ত দেশের মানুষের জীবনধারণের মানোন্নয়নের সঙ্গে সম্পর্কিত করলে ভারত কিন্তু পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশের একটা। এমনিভাবে আমাদের দেশেও কোটি কোটি মানুষ বেকার, অভাব অনটন দুঃখের মধ্যে জীবনযাপন করে। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা। বেসরকারিকরণ করছে সর্বত্র, শিক্ষার কী ভয়ংকর অবস্থা। এই যে হাসপাতাল – কোথাও মানুষের সেবামূলক কোনও কিছু নেই। সমস্ত কিছুতেই ব্যবসার ক্ষেত্র প্রসারিত করছে – এইরকম ভয়ংকর একটা সমাজ।

এর আরেকদিকে ধর্মের নাম করে আমাদের বিভ্রান্ত করে। সবাই করে। ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করেছে একসময়, ব্যবসা-ট্যাবসা এইসব ভাষা আমি বলতে চাই না। এরা ধর্মের নাম নিয়েই মানুষের উপর ভয়ংকর অত্যাচার, নৃশংসতা করেছে। এরাও ধর্মের কথা বলে। আবার যারা পুঁজিবাদী কায়দায় আমাদের উপর হাজার রকম অত্যাচার-অন্যায় করছে, শোষণ-নির্যাতন করছে, আমাদেরকে প্রতিদিন জমি-হারা করছে, বাড়ি হারা করছে, চাকুরি হারা করছে – তারাও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে, ধর্মের কথা বলে বিভ্রান্ত করছে। আমাদের গ্রামের জনগণের কি ভয়ংকর অবস্থা – কোনো কর্মসংস্থান নাই। গ্রামের যুবকদের কি দরকার? সারা বছর এরা বেকার থাকে। বেকার মানুষের কর্ম পাওয়া হল এদেশের মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা। পুঁজিবাদ যতদিন আছে, আপনাদের আমাদের এসব সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারবে না। ফলে যারা পুঁজিবাদী সমাজের মধ্যে আরো নানা রকমের কথা এনে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ এইসব কথা এনে পুঁজিবাদকে আড়াল করার জন্যে বিভিন্ন কায়দা তৈরি করছে সেগুলো আমাদের দেশের গরিব মানুষকে বুঝতে হবে। বিভিন্ন কায়দা আছে, ধর্মীয় কায়দা আছে, আধুনিক কায়দা আছে – এইসব কায়দাই তারা প্রয়োগ করছে। এর সাথে আছে সমস্ত মিডিয়া শক্তি। খেয়াল করুন, বিশাল বিশাল মিডিয়া পাওয়ার, যারা জনগণের মাথায় সর্বক্ষণ কী করতে হবে, কী চিন্তা করতে হবে, কী খেতে হবে, কী পড়তে হবে, কোন বেশভূষা নিতে হবে – সবকিছু তৈরি করে দিচ্ছে। গ্রামের একদম গরিব মানুষ, আমাদের চাষী-ভুষিরা, আজকে আধুনিক জীবন কীরকম করে যাপন করতে হয় সেটা জানে? এই সব কিছু বুর্জোয়ারা শেখাচ্ছে। তাদের প্রয়োজন মতো শেখাচ্ছে, তাদের মতো করে শেখাচ্ছে। লোভ-লালসা, সুবিধা এবং প্রতিযোগিতা – এই ধরনের মনোবৃত্তিগুলিকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে শেখাচ্ছে। এই ভয়ংকর অবস্থার মধ্যে দেশটা আছে। এই বিষয়গুলো বুঝলেই বুঝবেন পুঁজিবাদের ভয়ংকর সংকটের মধ্যে আমরা আছি। এবং আমাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যে পক্ষ-বিপক্ষ করছে। দেশে অবশ্যই দুইটা পক্ষ আছে – একদিকে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ, তারা একটা পক্ষ। সব রকমের মেহনতি মানুষ – হোয়াইট কালারড এমপ্লয়ি যারা, যারা কাজ করে জীবন ধারণ করে তারা যাই মাইনা পাক না কেন, তারা সবাই সংকটগ্রস্ত। ১ লক্ষ টাকা মায়না পেলেও তারা সংকটগ্রস্ত। অভাবের মধ্যে আছে। ওই লোক দেখানোর জন্যে প্রত্যেকে নিজের স্ট্যাটাস মেনটেইন করতে গিয়ে জেরবার হয়ে যাচ্ছে। একমাত্র লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার মালিক যারা তাদের এই ধরনের আর্থিক সংকট নেই। কিন্তু তাদেরও সংকট আছে। দুনিয়ার মানুষকে দুঃখের মধ্যে রেখে কেউ নিশ্চিন্তে বাঁচতে পারবে না, কেউ পারবে না। একমাত্র কমিউনিজমের পথ, সমাজতন্ত্রের পথ সমস্ত মানুষকে মুক্ত করতে পারে। তো কমিউনিজম তো অনেক দূরের কথা, তার আগের যে পর্যায়, সেই পর্যায় হল এখন পুঁজিবাদকে মোকাবেলা করার জন্যে আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ হওয়া দরকার।

> **... আমাদের দেশে বহুদিন ধরে সত্যিকারের গণআন্দোলন নেই। আগে যে গণআন্দোলনগুলি হয়েছে, বড় বড় আন্দোলনগুলি হয়েছে, সেগুলো কিন্তু খানিকটা বুর্জোয়াদের বিভিন্ন প্রয়োজন থেকেই হয়েছে। ... কোনও গণতন্ত্র আমাদের দেশে বুর্জোয়ারা দেয় নি। গণতন্ত্রের কিছুই ওরা জানে না। ওরা জানেও না, ওরা ফ্যামিলিতে প্র্যাকটিস করে না, ওরা দেশে প্র্যাকটিস করে না; ওদের ওয়ে অব লাইফ, মোড অব লাইফের মধ্যে গণতন্ত্রের কোনও চিহ্ন মাত্র নেই।**

বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলনের যে শ্রদ্ধেয় বন্ধুরা আছেন, তাদের যে আত্মত্যাগ, তাদের যে সংগ্রাম, তাদের যে সারাজীবন ধরে মানুষের পক্ষে থাকার জন্যে অনেক রকম কষ্টকর জীবন তাদের আছে। এ সবকিছুকে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে শুধু এ কথাটা বলব যে, কোনও আত্মত্যাগ কোনও সততাই আমাদেরকে সঠিক পথের দিকে নিয়ে যেতে পারবে না। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী যথার্থ চিন্তার ভিত্তিতেই আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সঠিক একটা রাজনৈতিক লাইন ঠিক করতে না পারলে শত্রু-মিত্রও আমরা যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে পারব না। বন্ধুদের ঐক্যবদ্ধ করতে পারব না।

আমাদের দেশে বহুদিন ধরে সত্যিকারের গণআন্দোলন নেই। আগে যে গণআন্দোলনগুলি হয়েছে, বড় বড় আন্দোলনগুলি হয়েছে, সেগুলো কিন্তু খানিকটা বুর্জোয়াদের বিভিন্ন প্রয়োজন থেকেই হয়েছে। জনগণেরও প্রয়োজন ছিল। মিলিটারি শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়োজন জনগণেরও প্রয়োজন। কিন্তু সিভিল রুল নিয়ে আসা বুর্জোয়াদেরও দরকার ছিল, গণতন্ত্র-টন্ত্র এইসব বলে। কোনও গণতন্ত্র আমাদের দেশে বুর্জোয়ারা দেয় নি। গণতন্ত্রের কিছুই ওরা জানে না। ওরা জানেও না, ওরা ফ্যামিলিতে প্র্যাকটিস করে না, ওরা দেশে প্র্যাকটিস করে না; ওদের ওয়ে অব লাইফ, মোড অব লাইফের মধ্যে গণতন্ত্রের কোনও চিহ্ন মাত্র নেই। বুর্জোয়া অর্থে যে গণতন্ত্র সেটারও নাই, আর সর্বহারা যে গণতন্ত্র সেটা তো বহু উচ্চমানের বিষয়। এই রকমের এক কঠিন দিনের ভেতর দিয়ে আমরা পার হচ্ছি।

বামপন্থী আন্দোলনে দুর্বলতার কথা সবাই বলেন। দুর্বলতা কথাটার মানে কি? প্রথম তো দুর্বল থেকেই শুরু করতে হয়। তারপরে লড়াই করতে করতে, মার খেতে খেতে সবল হতে থাকে। জেলে যাওয়া, লাঠি খাওয়া, গুলি খাওয়া এসব তো অনেক দিন বন্ধ হয়ে গেছে এ দেশে। সেই রকম করে বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার যে একটা সংগ্রাম সেটাও তো হচ্ছে না। আমি অসুস্থ অবস্থায় আর বেশি কথা বলতে পারব না। কমরেডদেরকে, আমাদের বামপন্থী নেতৃত্বের কাছেও আবেদন করছি যে সঠিকভাবে দেশের পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করতে না পারলে একটা যুক্তফ্রন্টীয় যে আন্দোলন, যা ছাড়া আপনারা আমরা কেউ বিকশিত হতে পারব না, সেটা গড়ে তোলার জন্য। যে কোনো বিপ্লব – জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বলুন, জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বলুন, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বলুন – প্রত্যেকটার মধ্যেই যুক্তফ্রন্টীয় একটা আন্দোলন আছে। কিন্তু যুক্তফ্রন্টীয় আন্দোলনের মধ্যে ন্যূনতম যে বিষয় সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোচ্চ বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সর্বনিম্ন যে কর্মসূচি তাকে ভিত্তি করে যুক্তফ্রন্ট আন্দোলন। নিজের নিজের রাজনৈতিক লাইন নিয়ে আমাদের মধ্যে বিরোধ আছে, সেগুলো নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হতে অনেক সময় লাগে, হয়ত বিপ্লবের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে ওভারঅল ইউনিটি ডেভেলপ করে। কিন্তু আগে তো জনগণকে সংঘবদ্ধ করে তাদেরকে নিয়ে আন্দোলন করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কমরেড আমাদের এখানে যে সরকার বসে আছে তার চরিত্রটা একটু ব্যাখ্যা করে দেখাই। ওরা একদম বেআইনিভাবে বসে আছে। বেআইনি কথাটার মানে কি? ওরা জনগণকে শাসন করার জন্যে, শোষণ করার জন্যে যে আইন তৈরি করেছিল, এমনকি সেটার যে একটা বাহ্যিক লোক-দেখানো ভঙ্গি আছে, একটু মানুষের কথা বলার অধিকার, মিছিল-মিটিং করার অধিকার – এগুলি থাকে, সেগুলি সবকিছুকে বাদ দিয়ে, ওই আইন-টাইন কোনো কিছুকে না মেনে শাসন চালাচ্ছে। নিজেদের তৈরি আইন নিজেরাই কনটিনিউয়াসলি ভাঙছে। ওরা আইনের শাসন বলে কোনো কিছু বিশ্বাসও করে না। সেই যে এক সময় আইনের শাসনের কথা বলা হত, বিচারবিভাগের নিরপেক্ষতার কথা বলা হত, প্রশাসন সম্পূর্ণ সরকারের প্রভাব মুক্ত থাকবে – এসব কথা বলা হত, সেসবের কিছুই অবশিষ্ট নেই। স্বাধীন বিচারবিভাগ এবং পার্লামেন্টের যে একটা সার্বভৌম শক্তি – কোনো কিছু এখানে নেই। পুঁজিবাদীদের যে মূল স্বার্থ, তাকে রক্ষাকারী হিসাবে যারা ক্ষমতায় থাকে, সরকারে থাকে – তাদের চোখের ইশারায় সব হয়। পুঁজিবাদের সেবাদাস হিসাবে যারা ক্ষমতায় আছে তারাই এখন সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এখন বাংলাদেশে এইরকম একটা বেআইনি সরকার বসে আছে কীভাবে? বিচারবিভাগ সমর্থন করছে। প্রশাসনের কোনো রকমের বিরোধ নেই, তাদের অভ্যন্তরে বিরোধ থাকলেও তার প্রকাশ নেই, জনগণের পক্ষে কোনো বিরোধ বাহ্যিকভাবে নেই। মিলিটারি কত বার আসল-গেলো, কিন্তু তারাও এবার চুপচাপ, সরকারের পক্ষে আছে। তার মানে হল, বাংলাদেশে নির্মম পুঁজিবাদের আরো *(পঞ্চম পৃষ্ঠায় দেখুন)*

দলের পরিবর্তিত নাম বাসদ (মার্কসবাদী)

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) জেলা থেকে দলের নেতাকর্মীরা মহানগর নাট্যমঞ্চে মিছিল নিয়ে সমবেত হতে থাকেন। বেলা সাড়ে ১১টায় অতিথিদের নিয়ে নেতৃবৃন্দ মঞ্চে আরোহন করেন। এরপর দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী ও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী।

পতাকা উত্তোলন শেষে সংক্ষিপ্ত ভাষণের মাধ্যমে কনভেনশনের উদ্বোধন ঘোষণা করেন কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, শোষণ-বৈষম্যের এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সমস্ত দিক থেকে মানুষের জীবনকে বিষিয়ে তুলেছে, সমাজ-সভ্যতাকে ধ্বংস করছে। শত অন্যায়-অবিচার করার পরও এই ব্যবস্থা টিকে আছে। কারণ এই ব্যবস্থা আপনা-আপনি বিলুপ্ত হবে না, উচ্ছেদ হবে না। একে বিপ্লবের আঘাতে উচ্ছেদ করতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের এই বিরাট বিপুল সংগ্রামে শোষিত নিপীড়িত মানুষকে নেতৃত্ব দিতে হলে চাই সঠিক বিপ্লবী দল। আর এ কারণেই বিপ্লবী দল গড়ে তোলার সংগ্রাম ব্যতিত গরিব মানুষের মুক্তির পথ নেই।

তিনি বলেন, মার্কস-লেনিনের সুযোগ্য ছাত্র, এ যুগের মহান মার্কসবাদী চিন্তাবিদ কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে পাথেয় করে ১৯৮০ সালের ৭ নভেম্বর আমাদের দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে ভিত্তি করে যে দল গড়ে তোলার সংগ্রাম আমরা পরিচালনা করছি, তাতে অনেক চড়াই-উৎরাই আমাদের পাড়ি দিতে হয়েছে। দলের অভ্যন্তরে শোধনবাদী-সংস্কারবাদী-সুবিধাবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করার মধ্য দিয়েই আমরা আজকের জায়গায় এসেছি। আমাদের সেই সংগ্রামকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যেই এ বিশেষ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি কনভেনশন সফল করতে দেশবাসীর সহযোগিতার কথা স্মরণ করে তাদের অভিনন্দন জানান।

উদ্বোধনীর পর মঞ্চের পাশে নির্মিত শহীদ বেদীতে দেশে দেশে বিপ্লবী সংগ্রামের শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী এবং ভারতের সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের পক্ষে এসইউসিআই(সি)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড সি. কে. লুকোস। এ সময় শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এরপরই মার্কসবাদী অথরিটিদের ছবি, বিভিন্ন দাবি সম্বলিত ব্যানার-ফেস্টুন-প্ল্যাকার্ড এবং লাল পতাকা দিয়ে সুসজ্জিত প্রায় ৫ হাজার মানুষের মিছিল মহানগর নাট্যমঞ্চ থেকে বেরিয়ে গুলিস্তান-পল্টন-প্রেসক্লাব-হাইকোর্ট-দৈনিক বাংলা-মতিঝিল হয়ে পুনরায় নাট্যমঞ্চে গিয়ে শেষ হয়।

বিকাল সাড়ে ৩টায় শুরু হয় প্রকাশ্য সমাবেশ। এতে সভাপতিত্ব করেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সংগ্রামী আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অব ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। আলোচনা করেন বাসদ কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, গণতান্ত্রিক বাম মোর্চার সমন্বয়ক কমরেড আব্দুস সাত্তার। সমাবেশ পরিচালনা করেন কমরেড মানস নন্দী। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল পরিবেশনার মধ্য দিয়ে আলোচনা সভার সমাপ্তি হয়। আলোচনা সভার শুরুতে ময়মনসিংহ ও গাইবান্ধা জেলার চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সদস্যরা এবং আলোচনা সভার শেষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় টিম সঙ্গীত পরিবেশন করে।

আলোচনায় বাম মোর্চার সমন্বয়ক ও ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার বলেন, উত্তরবঙ্গের আলুচাষীরা আলুর দাম নিয়ে যখন হাহাকার করছিল তখন গণতান্ত্রিক বাম মোর্চা এবং বিশেষভাবে বাসদ যে আন্দোলন করেছিল তা সারা দেশে প্রবল ঢেউ তুলেছিল। আমরা যখন তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যার দাবিতে আন্দোলন করছিলাম, তখন আমরা দেখেছি ভারতের মাটিতে বসে এস ইউ সি আই (সি) আমাদের ন্যায্য দাবির পক্ষে দাঁড়িয়ে কণ্ঠ তুলেছিল। তিনি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যাসহ বাংলাদেশের জনগণের সকল ন্যায়সঙ্গত দাবির পক্ষে ভারতের শোষিত মেহনতি মানুষের ঐকান্তিক সমর্থন সহযোগিতা কামনা করেন।

কমরেড সাত্তার বলেন, শেখ হাসিনার বর্তমান সরকার কীভাবে ক্ষমতায় এসেছে? তারা হয়ত সাংবিধানিকভাবে ক্ষমতায় আছে। কিন্তু তারা জনগণের ভোট নিয়ে ক্ষমতায় আসেনি। এই যে জনগণের সমর্থন ছাড়া এরা ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইছে সে প্রয়োজন থেকে এরা দেশের গ্যাসক্ষেত্রগুলো, কয়লাক্ষেত্রগুলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদসহ বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দিচ্ছে। আর ভারতের হাতে আমাদের সুন্দরবন ধ্বংস করার হাতিয়ার রামপালে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র করার অনুমোদন তুলে দিয়েছে। তিনি বলেন, কি ভয়াবহ লুটপাট দেশে চলছে সেটা আপনারা সাম্প্রতিক প্রকাশিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুর্নীতির খবর থেকেই সবাই জানে। বিমানে দেখুন কি ধরনের লুটপাট চলছে। এই শাসকগোষ্ঠী লুটপাট, দুর্নীতির মাধ্যমে আমাদের দেশকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

বাসদ (মার্কসবাদী)র কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটি

সাধারণ সম্পাদক :

কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী

সদস্য :

কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী

,, আলমগীর হোসেন দুলাল

,, মানস নন্দী

,, মনজুরা নীলা

,, উজ্জ্বল রায়

,, ওবায়দুল্লাহ্ মুসা

,, ফখরুদ্দিন কবির আতিক

,, সাইফুজ্জামান সাকন

অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার বলেন, আমাদের আন্দোলনের বর্শাফলক তাক করতে হবে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। এদেরকে ক্ষমতা থেকে নামাতে হবে। অপরাপর বাম-গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর সাথে মিলে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। একই সাথে জামাত-সহ মৌলবাদী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধেও আমাদের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

বিশেষ কেন্দ্রীয় কনভেনশনের ২য় দিনে প্রতিনিধি অধিবেশন ২১ নভেম্বর সকাল ১১টায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের সেমিনার হলে শুরু হয়। অধিবেশন চলে ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতিনিধি অধিবেশনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দলিল উত্থাপন ও গ্রহণ, দল গড়ে তোলার নীতিগত আদর্শগত সংগ্রামের অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়ন, রাজনৈতিক-সাংগঠনিক প্রতিবেদন উত্থাপন ও গ্রহণ করা হয়। কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি অধিবেশন পরিচালনার জন্যে কমরেড শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী, আলমগীর হোসেন দুলাল, মানস নন্দী ও মনজুরা নীলার সমন্বয়ে প্রেসিডিয়াম গঠন করা হয়। প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতে কনভেনশন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য ও দলের বগুড়া জেলার সমন্বয়ক কমরেড কৃষ্ণ কমলের দুর্ঘটনাজনিত অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশসহ দুনিয়ার দেশে দেশে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানবমুক্তির লড়াইয়ে আত্মদানকারী শহীদদের স্মরণে এবং বাংলাদেশের পুঁজিপতি-মালিকগোষ্ঠীর নির্মম শোষণে রানা প্লাজা-তাজরিন ফ্যাশন্স-সহ বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় গণহত্যার শিকার শ্রমজীবী মানুষদের স্মরণে শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। উদ্বোধনী পর্বে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি) এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। এ সময় উভয় দলের পক্ষ থেকে পতাকা ও বিভিন্ন স্মারক বিনিময় করা হয়।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর গৃহিত প্রতিবেদনে বলা হয়, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সারা দুনিয়ায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বল চেহারা এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আস্ফালন, যুদ্ধ ও আগ্রাসন মানুষকে হতাশ করছে। আর এ পরিস্থিতি কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষার দিকে আমাদের আরো গভীর মনোযোগ দাবি করছে। কি অজেয় শক্তি হিসাবে বিশ্ব সাম্যবাদী শিবিরের আবির্ভাব ঘটেছিল, মানব জাতির সামনে মুক্তির প্রত্যাশা জাগিয়েছিল। কিন্তু আধুনিক সংশোধনবাদের আক্রমণে সবই বিপর্যস্ত হয়ে গেল। অথচ এ বিপদ সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৪৮ সাল থেকেই হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন। ক্রুশ্চেভ-চক্রের শোধনবাদী চিন্তাধারার বিরুদ্ধে আদর্শগত লড়াই করেছেন। কমিউনিস্ট আন্দোলনে যান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতি ও অন্ধ আনুগত্য সম্পর্কে এবং ব্যক্তিবাদ-শোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কমরেড শিবদাস ঘোষের অমূল্য শিক্ষার দিকে আমাদের বার বার ফিরে তাকাতে হবে। উত্থাপিত প্রতিবেদনের উপর প্রতিনিধিরা মতামত প্রদান করেন।

২২ নভেম্বর দ্বিতীয় দিনের প্রতিনিধি অধিবেশনে জাতীয় পরিস্থিতির প্রতিবেদন উত্থাপন করা হয়। এরপর উত্থাপিত দলিলের ওপর প্রতিনিধিরা মতামত প্রদান করেন। জাতীয় পরিস্থিতির প্রতিবেদনে বলা হয়, মহান স্বাধীনতা সংগ্রামসহ বিভিন্ন সংগ্রামে এদেশের মানুষ জীবন বাজি রেখে সংগ্রাম করেছে, আত্মদান করেছে। কিন্তু সঠিক নেতৃত্বের অভাবে বুর্জোয়াশ্রেণী মানুষের আন্দোলনকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে, ব্যর্থ করে দিয়েছে। এই সঠিক নেতৃত্ব হল সর্বহারাশ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি। প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে বুর্জোয়াশ্রেণী ও মালিকগোষ্ঠীর শোষণ-লুটপাটকে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার জন্যই আওয়ামী লীগের অধীনে দেশে ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করা হয়েছে। যে-দেশের মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধ করে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, গণঅভ্যুত্থান করে সামরিক স্বৈরশাসনের উচ্ছেদ ঘটিয়েছে – সে দেশ আজ ফ্যাসিবাদী শাসনের দিকে এগিয়ে চলছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, একদল বামপন্থী সরাসরি শাসকদের পক্ষ নিয়েছে, একদল শাসকদের হয়ে জনগণকে প্রতারিত করতে ভূমিকা রেখেছে। আর যারা আন্তরিক বামপন্থী তারা রাজনৈতিক বিভ্রান্তির কারণে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারছে না। একই সাথে বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও নীতি-আদর্শহীনতার চর্চা গণআন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড হতাশা সৃষ্টি করেছে। আর এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে অবৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ক্ষমতাসীন মহাজোট রাষ্ট্র শাসনে ফ্যাসিবাদী আয়োজনের ভিত্তি রচনা করছে। প্রতিবেদনে এ অচলাবস্থা কাটাতে জনজীবনের সমস্যা-সংকট নিয়ে জাতীয় ও স্থানীয় ভিত্তিক ধারাবাহিক গণআন্দোলনের গড়ে তোলার জন্য বামপন্থী শক্তির প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

কমনভেনশনের প্রতিনিধি অধিবেশনের শেষ দিনে সাংগঠনিক প্রতিবেদন, আয়-ব্যয়ের প্রতিবেদন পেশ করা হয়। এরপর দলের ইতিহাস ও মতবাদিক সংগ্রামের উপর প্রতিবেদন উত্থাপন করা হয়। এতে বলা হয়, জাসদের অভ্যন্তরে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার ভিত্তিতে সংগ্রাম চালিয়ে আমাদের দলের জন্ম হয়েছে। দলের অভ্যন্তরেও শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নানা শোধনবাদী প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। দলের প্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দ যখন শোধনবাদী-সুবিধাবাদী চিন্তার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে তখন পুনর্বার মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার মহান পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে দলের অভ্যন্তরে মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়েছে। এতে বলা হয়, দল গড়ে তোলার এই কঠিন-কঠোর সংগ্রাম আমরা যত নিবিড়ভাবে পরিচালনা করতে পারব, তার উপরই বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি নির্ভর করছে।

অধিবেশনে দল পরিচালনার খসড়া নিয়মাবলী ওপর আলোচনা হয়। বাসদ-এর বিশেষ কনভেনশনে পার্টির নাম কিছুটা পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী)' ঘোষণা করা হয় এবং কমরেড মুবি-নুল হায়দার চৌধুরী-কে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্যবিশিষ্ট 'কেন্দ্রীয় কার্য পরিচালনা কমিটি' গঠন করা হয়। পার্টি বিকাশের বর্তমান বিশেষ স্তরকে বিবেচনায় রেখে এই কার্য-পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সবশেষে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক গাওয়ার মধ্য দিয়ে বিশেষ কনভেনশনের প্রতিনিধি অধিবেশনের কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনে যোদ্ধা
বিচারপতি আইয়ারের মৃত্যুতে শোক

প্রখ্যাত আইনবিদ, ভারতের সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট ফোরামের সভাপতি ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার কেরালার কোচিতে ৪ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। বিচারপতি আইয়ার সামাজিক ন্যায়বিচারের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন এবং আজীবন তিনি সাধারণ মানুষের স্বার্থে লড়াই করে গেছেন। কেরালায় যখন তিনি আইনমন্ত্রী ছিলেন, সাধারণ মানুষের স্বার্থে একাধিক আইনের খসড়া তিনি রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে কেরালা বিধানসভায় সেগুলি পাস হয়ে আইনে পরিণত হয়। তাঁর বক্তব্য ছিল, আইনি ব্যবস্থাকে অবশ্যই সমাজের বঞ্চিত ও সুযোগসুবিধাহীন অংশের মানুষের সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কাজ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবেও তিনি একাধিক দৃষ্টান্তমূলক রায় প্রদান করেন। তাঁর দেওয়া এই রায়গুলি সর্বদাই আইনের শাসন ও সাংবিধানিক অধিকারের ধারণাকে তুলে ধরে। সাধারণ মানুষ ও শ্রমিকদের প্রতি তাঁর দরদি মনটি এইসব রায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। মানবাধিকারের প্রশ্নেও বিচারপতি আইয়ার ছিলেন একজন নিরলস যোদ্ধা। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে সাধারণ মানুষের সংগ্রামকে তিনি শুধু সমর্থন জানিয়েই থেমে থাকেননি, সক্রিয়ভাবে তাতে অংশগ্রহণও করেছেন। শাসকশ্রেণীর সমালোচনার প্রশ্নেও তিনি কখনোই পিছিয়ে থাকেননি।

সাম্রাজ্যবাদেরও তিনি ছিলেন একজন নির্ভীক সমালোচক। বিভিন্ন দেশের উপর মার্কিন নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদে নেমে আসতেও তিনি কখনও দ্বিধা করেননি। এস ইউ সি আই (সি) দলের উদ্যোগে গঠিত অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট ফোরামের প্রতিষ্ঠা কনভেনশনেই তিনি ওই সংগঠনের সভাপতি নির্বাচিত হন। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ফোরাম আয়োজিত বিভিন্ন সভায় তাঁর প্রাণবন্ত উপস্থিতি প্রেরণাময় হয়ে উঠেছিল। তাঁর মৃত্যু সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের ক্ষেত্রে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

বাসদ (মার্কসবাদী)-র কার্য পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মুবিনুল হায়দার চৌধুরী বিচারপতি আইয়ারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের এই সাহসী যোদ্ধার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটি আহুত

নিমতলা (ফুলবাড়ী)

মহাসমাবেশ

সফল করুন

২৭ ডিসেম্বর '১৪

শনিবার বেলা ৩টা

বিদ্যুৎ-গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির পরিকল্পনা প্রতিহত করুন

পুনরায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও গ্যাসের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ানোর সরকারী পরিকল্পনা অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল(মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় কার্যপরিচালনা কমিটির সদস্য কমরেড আলমগীর হোসেন দুলাল-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড্স মানস নন্দী, উজ্জ্বল রায়, ফখ্রুদ্দিন কবির আতিক, সাইফুজ্জামান সাকন প্রমুখ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। সমাবেশের পর একটি বিক্ষোভ মিছিল পল্টন এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, মহাজোট সরকার আরেক দফা বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বাড়িয়ে জনগণের জীবনে নতুন দুর্ভোগ নামিয়ে আনছে। ভর্তুকি কমানোর নাম করে এই মূল্যবৃদ্ধি করা হচ্ছে, অথচ গ্যাস খাতে যা কিছু ভর্তুকি তার মূল কারণ বিদেশি কোম্পানির কাছ থেকে বেশি দামে গ্যাস কেনা। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্যাস তুললে এই ভর্তুকির প্রয়োজন হত না। বিদ্যুতের ক্ষেত্রেও ভর্তুকির প্রধান কারণ দ্রুত উৎপাদন বাড়ানোর নামে তেলভিত্তিক রেন্টাল-কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের সরকারী নীতি। এইভাবে জনগণের অর্থ দিয়ে দেশি-বিদেশি লুটপাটকারীদের পকেট ভরানোর নীতি বাস্তবায়ন করতেই বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বাড়ানো হচ্ছে। মহাজোট সরকারসহ আমাদের শাসক দলগুলো বিদ্যুৎ-গ্যাস-জ্বালানি তেল-পানি-শিক্ষা-চিকিৎসাসহ সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করতে চায়। পুঁজিপতিদের মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিতেই তাই তারা দফায় দফায় এসব সেবার দাম বাড়ায়। শক্তিশালী গণআন্দোলনের চাপে মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করতে সর্বস্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাস্তায় নামার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

চট্টগ্রাম : বাসদ (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে ২ ডিসেম্বর বিকাল সাড়ে ৩টায় শহরের নিউমার্কেট মোড়ে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সদস্য সচিব অপু দাশ গুপ্ত-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন শফিউদ্দীন কবির আবিদ, নিজাম উদ্দীন, জান্নাতুল ফেরদাউস পপি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সমাবেশের বিক্ষোভ মিছিল নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

রংপুর : ২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পুনরায় বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ও গ্যাসের দাম অস্বাভাবিক হারে বাড়ানোর সরকারী পরিকল্পনা অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে বাসদ (মার্কসবাদী)-র উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল প্রেসক্লাব *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

ফুলবাড়ী চুক্তির ৬ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে ২ ডিসেম্বর ঢাকায় বাম মোর্চার বিক্ষোভ

ঢাকার রাজপথে কনভেনশনের বিশাল মিছিল

প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে শিক্ষার নৈতিক ভিত্তি ধ্বংসের চক্রান্ত রুখে দাঁড়ান

পিএসসি'র প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে ২৬ নভেম্বর বিকেল ৩টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিছিল পরবর্তী সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাইফুজ্জামান সাকন, সাধারণ সম্পাদক স্নেহাদ্রী চক্রবর্ত্তী রিন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক সত্যজিৎ বিশ্বাস, অর্থ সম্পাদক মলয় সরকার প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে সাইফুজ্জামান সাকন বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা মোটেও নতুন নয়। গত বছর একের পর এক প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটলেও সরকার প্রথমে নির্বিকার থেকেছে। পরবর্তীতে পত্রপত্রিকার প্রমাণ এবং সারাদেশের অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মহলের প্রতিবাদে সরকার লোক দেখানো কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। আজ পর্যন্ত অভিযুক্তদের কোন শাস্তি বা তদন্তও দিনের আলোতে আসেনি। শিক্ষার নৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়ার মত এত বড় ঘটনায় প্রশাসনের এই উদাসীনতা প্রমাণ করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার সাথে সরকারের রাঘব বোয়ালরা যুক্ত। তিনি আরো বলেন, যে সরকারি নীতি শিক্ষাকে পুরোপুরি বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত করেছে – প্রশ্নপত্র ফাঁস তারই ফলাফল। মনুষ্যত্ব, জ্ঞান অর্জন আজ শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। যেনতেনভাবে পাশ আর সার্টিফিকেট নেয়াকে শিক্ষার উদ্দেশ্য করে তোলা হয়েছে।'টাকা যার শিক্ষা তার' এই রাষ্ট্রীয় নীতির কারণে পুরো শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষাপ্রশাসন দলীয়করণের পঙ্কে নিমজ্জিত।

বক্তারা শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক-শিক্ষাবিদ-শিক্ষানুরাগী সবাইকে শিক্ষার নৈতিক ভিত্তি ধ্বংসের চক্রান্তের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান।

দিনাজপুর : বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে শিক্ষার নৈতিক ভিত্তি ধ্বংসের চক্রান্তের প্রতিবাদে ছাত্র ফ্রন্ট দিনাজপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকে ৪ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়। বেলা ১২টা পর্যন্ত ঘণ্টাব্যাপী চলমান মানববন্ধন কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি এএসএম মনিরুজ্জামান, দিনাজপুর সরকারি কলেজ শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক জাকির হোসেন, পরিচালনা করেন জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান রানা।

চাঁদপুর : ১০ ডিসেম্বর চাঁদপুর সরকারি কলেজ ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট। মানববন্ধন পরবর্তী সমাবেশে সাদ্দাম হোসেনের পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন শিশির মাহমুদ সাদ্দাম, বাদল চন্দ্র *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

রোকেয়া দিবস পালিত

নারী জাগরণের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার ১৩৪তম জন্ম ও ৮৪তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ নারী-মুক্তি কেন্দ্রের উদ্যোগে ৯ ডিসেম্বর সকাল ৮টায় র‍্যালিসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল প্রাঙ্গনে অবিস্থত রোকেয়ার ভাস্কর্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এখানে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলোচনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি এড. সুলতানা আক্তার রুবি, *(তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)*

সম্পাদক : শুভ্রাংশু চক্রবর্ত্তী। বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ (মার্কসবাদী) কর্তৃক ২২/১, তোপখানা রোড (ষষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : ৯৫৭৬৩৭৩; ই-মেইল: sammobad@spbm.org, ওয়েবসাইট : www.sammobad.org